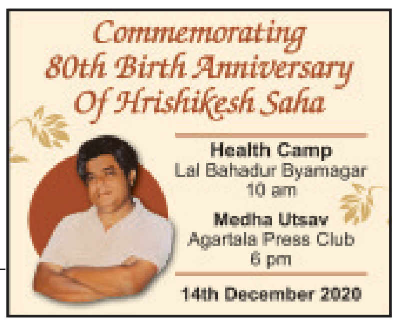

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 December, 2020 ■ আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২১ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজেপি কার্যকর্তা ভিত্তিক দল, কোনও মতভেদের অবকাশ নেই ঃ প্রভারি বিনোদ

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বিজেপি কার্যকর্তা-ভিত্তিক দল। ত্রিপুরায় দলে কারোর সাথে কোনও মতভেদ নেই। মূলত, বেশ কিছুদিন প্রভারির পদ শূন্য ছিল। করোনা পরিস্থিতিতে কারোর কথা শোনার মতো কেউ ছিলেন না। তবে সার্বিকভাবে ত্রিপুরায় বিজেপি-র একমাত্র লক্ষ্য সংগঠনকে মজবুত করা। আজ রবিবার আগরতলায় বিজেপি-র প্রদেশ সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন দলের নবনিযুক্ত প্রভারি বিনোদ সোনকর।

আজ সকাল থেকে রাজ্য অতিথিশালায় বিজেপি বিধায়ক, বরিষ্ঠ নেতা এবং প্রচুর কার্যকর্তা নবনিযুক্ত প্রভারির সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। দলের কয়েকজন বিধায়ক কিছুদিন যাবৎ সরকারের কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। আজ তাঁরা প্রভারির সাথে এ-সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য হাজির হন।

তাঁদের সকলের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সফরের বিস্তারিত কর্মসূচির বর্ণনা দেন বিনোদ সোনকর। তিনি বলেন, প্রভারি হিসেবে ত্রিপুরায় প্রথম সফরে সকলের সাথে আলাপচারিতার পর্ব সম্পন্ন করা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সাথে সাংগঠনিক স্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়াও অন্যতম লক্ষ্য তাঁর। সে মোতাবেক গতকাল থেকে দলের সকল স্তরের নেতা ও কার্যকর্তার সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তাঁর দাবি, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চিন্তাধারা অনুযায়ী ত্রিপুরায় বিজেপি সাংগঠনিক বিস্তারে কতটা সফল হয়েছে তার পর্যালোচনা করেছি। শুধু তা-ই নয়, দলের সংবিধান অনুসারে সংগঠনের গঠন নিয়ে চর্চা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিধায়ক, সাংসদ এবং পার্টির শীর্ষ নেতাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে ত্রিপুরায় বিজেপি-র পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেছি।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগাতার বসবাসের পরিকল্পনা নিয়েছি। খুব শীঘ্রই দীর্ঘ দিনের জন্য ত্রিপুরায় বসবাসের জন্য আসছি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় লাগাতার বসবাস করে সরকার ও সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে।

এদিন বিজেপি বিধায়কদের অসন্তোষ নিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি কার্যকর্তাদের দল। সকলের কথা শোনা এই দলের স্বভাব। তাতে বিজেপিতে মতভেদ দেখা দিয়েছে এমনটা ভাবার কোনও অবকাশ নেই। তাঁর কথায়, দীর্ঘ দিন ত্রিপুরায় বিজেপি-র প্রভারির পদ শূন্য ছিল। তাছাড়া করোনা-র প্রকোপে পরিস্থিতির ভয়াবহতায় মতবিনিময়ে কিছুটা ফাঁক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁদের সমস্ত কথা শোনা হয়েছে। ফলে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্য প্রভারী বিনোদ কুমার সোনকর। ছবি নিজস্ব।

বিনোদ সোনকরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন বিজেপির বিদ্রোহীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। দলে কথা বলা জায়গা নেই, বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত দলের কর্মীরা। অবশেষে রাজ্যে নয়া প্রভারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বিনোদ সনোকার। আর দলের নয়া প্রভারীকে পেয়ে রবিবার নব নিযুক্ত প্রভারীর সাথে স্টেট গ্যাস্ট হাউসে সাক্ষাৎ করেন ত্রবিজেপির বিদ্রোহী বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল এবং বিভিন্ন মণ্ডলের কার্যকর্তারা।

পরে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানান, কর্মীদের লক্ষ্য রাখতে হবে আগামী দিনে যাতে সিপিএম কিছুতেই রাজ্যে পা রাখতে না পারে। রাজ্যে যারা দলকে ক্ষতি করছে তাদের চিহ্নিত করে রাখার আহ্বান জানান বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল। কারন তাদের থেকে দূর থাকার জন্য। কারন রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার উন্নয়নের দিশায় এগুচ্ছে।

রাজ্যের বিকাশ হলও দলের মুল লক্ষ্য। দলের যা কিছু সমস্যা রয়েছে তা নব নিযুক্ত প্রভারিকে অবহিত করা হয়েছে।তিনি দিল্লি গিয়ে সেই সব সমস্যার কথা জানাবেন বিজেপি সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে বলে জানান তিনি। এদিন, রামপ্রসাদ পালের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরী প্রদান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের স্পষ্টিকরণ চাইল বাম ও কংগ্রেসের যুব সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী গত ১৫ থেকে ২০ দিন পূর্বে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জানান রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি সরকারের ৩৩ মাসে ১৮ হাজার সরকারি চাকরি হয়েছে। পরবর্তী সময় ডিওয়াইএফআই পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল সেই চাকরির পরিসংখ্যানের তথ্য তুলে ধরার জন্য। পরবর্তী সময় পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর দাবি করেন ২৩ হাজার ১ জনের চাকরি হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে।

গত ৫ ডিসেম্বর পুনরায় দাবি করেন রাজ্যে ৯৫ হাজার ৩৮৫ জনের রোজগার মিলেছে রাজ্যে। এই এ ধরনের বক্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে স্পষ্টীকরণ দেওয়ার জরুরি। এ ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। রবিবার ডিওয়াইএফআই এবং টি ওয়াই এফ সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই দাবি করেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি নবারুণ দেব। তিনি আরো জানান, রাজ্যে গত জানুয়ারি মাস পর্যন্ত যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যায় ২ হাজার ৪৭ জনের চাকরি হয়েছে রাজ্যে।

দেশের একটি সংস্থা দ্বারা তথ্য উঠে আসে বর্তমানে দেশে ৬.৫১ শতাংশ বেকার রয়েছে। রাজ্যে বেকার এর দ্বিগুণ ১৩.১ শতাংশ। রাজ্যে বেকারত্বের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। প্রশাসনিক দপ্তর গুলিতে কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। উপরন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের অপপ্রচারে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যের স্পষ্টীকরণ তুলে ধরা দাবি জানান সরকারের কাছে। পাশাপাশি আগামী ৮ ডিসেম্বর কৃষকরা যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, সে ধর্মঘটে পুরোপুরি সমর্থন করবে ডিওয়াইএফআই এবং টি ওয়াই এফ বলে জানান।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বেকারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ৯৬ হাজার চাকরি হয়েছে বলে দাবি করছে মুখ্যমন্ত্রী। এ ধরনের তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের বৈঠকের পর এ কথা জানান প্রবেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাস।তিনি বলেন, রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে রবিবার যুব জেলার কংগ্রেস সভাপতি এবং যুব জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। কদমতলার হরিনাছড়া এলাকায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম কানাই দেব, বয়স ৩৮। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন রানি বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কানাই দেব।

প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার রাতে নিজের ঘরে ঘুমায় কানাই দেব। কিন্তু পরে কানাই দেবের কোন নড়াচড়া না পেয়ে তার পরিবারের লোকজন ঘরে গিয়ে দেখতে পায় সে ঘরে নেই। পরিবারের তরফ থেকে শুরু হয় খুঁজাখুঁজি। ভোররাতে পরিবারের লোকজন দেখতে পায় তার ঘরের পেছনে প্রায় একশো মিটার দূরে বাগানের একটি গাছে কানাই দেব ফাঁসিতে ঝুলছে। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। কদমতলা থানার এ.এস আই সঞ্জীব সরকারের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

ঘটনাস্থল থেকে কানাই দেবের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে কানাই দেব পেশায় দিনমজুরের কাজ করতেন। কদমতলা থানার এএসআই সঞ্জীব সরকার জানান প্রাথমিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথিকৃত ছিলেন আম্বেদকর ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ড.বি আর আম্বেদকরের ৬৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আজ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ড় বি আর আম্বেদকরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন প্রধান অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

এছাড়াও আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব), বিধায়ক রঞ্জিৎ দাস, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব সহদেব দাস ও অধিকর্তা সন্তোষ দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, খাদ্য, জনসংভরণ এবং ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশের উত্তরে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, আমাদের দেশে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথিকৃত ছিলেন ড.বি আর আম্বেদকর। তপশিলী জাতি, জনজাতি, নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সংবিধান রচনায় তার অবদান ছিলো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত রেলের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ ডিসেম্বর।। বিশালগড় থানাধীন হরিশ নগর এলাকায় চলন্ত রেলের ধাক্কায় নিহত হল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে বিকাল আনুমানিক চারটায়।সাব্রুম থেকে আগরতলা ফেরার পথে রেলের ধাক্কায় অর্জুন ত্রিপুরা (১৮) নিহত হয় এবং তার তিনজন বন্ধু সহ রেললাইনের উপর দিয়ে যাওয়ার পথে ঘটে দুর্ঘটাটি। যুবক পেশায় একজন বিদ্যুৎকর্মী। বাড়ি সাব্রুম এলাকায়। বিশালগড়ে বিদ্যুৎ অফিসে বেসরকারি কর্মী হিসাবে নিযুক্ত। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং তদন্ত শুরু করছে বলে জানা গেছে।

বন্য হাতির তান্ডবে দিশেহারা অবস্থায় তেলিয়ামুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ডিসেম্বর।। বন্য দাঁতাল হাতির উন্মত্ত তাণ্ডবে দিশেহারা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার উত্তর কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, চামপ্লাই, বালুছড়া এলাকার মানুষজন। এই এলাকার মানুষজনের যেন বংশ-পরম্পরা অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে হাতির তাণ্ডব যা গ্রাম্য ভাষায় গণেশের তান্ডব।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মধ্য কৃষ্ণপুর পূর্ব পাড়া এলাকায় শনিবার রাত আনুমানিক ৮:৩০ থেকে ৯:০০ নাগাদ বণ্য দাঁতাল হাতির দল উন্মুক্ত তাণ্ডব চালায়। এতে সর্বস্বান্ত হয়ে পরে এলাকার ৬-৭ টি পরিবার। এর মধ্যে বিশেষ করে এই এলাকার বাসিন্দা বাবুল সরকারের বাড়িতে ঢুকে বসত ঘর ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়, ওই সময় ওই ঘরে ছিল বাবুল সরকারের মা এবং বোন। তাছাড়া বাবুল বাবুর ক্যাবলের ব্যবসার সূত্রে বাড়িতে ক্যাবলের কিছু যন্ত্রপাতি ছিল। সেই যন্ত্রপাতিগুলো ভেঙ্গে দেয় উন্মুক্ত বণ্য হাতি, তাছাড়া উনার বাড়ির পাশের সব্জি খেতটিতেও তাণ্ডব চালায় বন্য হাতি। সব মিলিয়ে বাবুল সরকারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষাধিক টাকা। তাছাড়া একই এলাকার বাসিন্দা কিঙ্কর দাসের এক কানি খেতে তাণ্ডব চালায় বন্য হাতি, এতে কিঙ্কর দাসের মরিচ, মিষ্টি আলু সহ বিভিন্ন সব্জি মাঠেই নষ্ট হয়ে যায়।

তাছাড়া সুজিত বিশ্বাস ও উষা রঞ্জন মল্লিকের রাবার বাগানে তান্ডব চালিয়ে ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলে প্রায় চার পাঁচ লক্ষাধিক টাকার রাবার গাছ। তাছাড়া একই এলাকার হরিমোহন সরকার, নারায়ন দাস, সবিতা সরকারের বসতঘর ,রান্নাঘর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় গণেশ। তাছাড়া বছর ৯৫ এর বৃদ্ধ এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি গোবিন্দ সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ ডিসেম্বর রাজ্যে স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় থাকবে ঃ বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। আগামী ৮ ডিসেম্বর, ২০২০ ভারত বনধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত অফিস, সরকারি অধিগৃহীত সংস্থাসমূহ এবং রাজ্য সরকারের আওতাধীন সমস্ত সংস্থায় স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় থাকবে। ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের দুই কৃতি সন্তানে মা-বাবাকে দেয়া হল সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ডিসেম্বর।। দেশ ও ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব কৃষি বিজ্ঞানী পারমিতা ঘোষ এবং আই এ এস শতাব্দী মজুমদারের বাবা ও মাকে সম্মান জানানো হয় তেলিয়ামুড়া ঐতিহ্যবাহী রাজদূত ক্লাবের পক্ষ থেকে।এই দিন রাজদূত ক্লাবেরসভাপতি অশোক কুমার বৈদ্য ও ক্লাবের কার্যকরী কমিটি সহ সদস্য এবং রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সমাজসেবক ভাস্কর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহরক্ষী বাহিনীর অবদান অস্বীকার করা যায় না ঃ রাজস্বমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ৬ ডিসেম্বর ৫৮ তম নিখিল ভারত অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহ রক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে এইদিন মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় এডি নগরস্থিত পুলিশ গ্রাউন্ডে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি.এস যাদব, রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজিব সিং সহ আরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানে ৬ টি প্লেটুনে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করা হয়। তার মধ্যে ৪ টি প্লেটুন ছিল হোম গার্ডের, একটি প্লেটুন ছিল এস.ডি.আর.এফ-এর, ও বাকি একটি প্লেটুন ছিল সিভিল ডিফেন্স-এর। কুচকাওয়াজ প্রদর্শন শেষে অভিবাদন গ্রহণ করে রাজস্ব মন্ত্রী এন.সি দেববর্মা। এইদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী এন.সি দেববর্মা বলেন স্বাধীনতার পর দেশে অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহ রক্ষী বাহিনীর কাজ কর্ম প্রশংসনীয়।

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তারা তাদের পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছে। যখনই দেশে কোন ধরনের অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখনই অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহ রক্ষী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই তাদের অবদান অস্বীকার করা যায়না। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে এই দুই বাহিনীর অবদান দেশ ও জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাস দমন করতে গিয়ে এই দুই বাহিনীর যে সকল জওয়ান আত্মবলিদান দিয়েছে, তাদের প্রতি এইদিন শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী এন.সি দেববর্মা।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৫৯ ▫ ৭ ডিসেম্বর ২০২০ইং ▫ ২১ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বছরভর নজরদারি

সাধারণ মানুষ বিশেষত গরিব মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই মুহূর্তে যে সমস্যাটিতে জেরবার হইতেছেন তাহা হইল সাম্প্রতিক বাজার দর। দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে এমনিতেই মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে। হাতে নগদ টাকার অভাব। তাহার উপর খুব সাধারণ সব্জি আনাজপাতি কিনিতে গিয়া হাতে ছ্যাঁকা লাগিবার জোগাড়। শীতের সব্জিগুলি সবে উঠিতে শুরু করিয়াছে। এইসময় সাধারণভাবে আনাজপাতির দাম একটু কম হওয়ারই কথা। কারণ, পুজোর মরশুম চলিয়া গিয়াছে।আবহাওয়াও মন্দ নয়। কিন্তু, নানা যুক্তি দেখাইয়া সেই যে সব্জির দাম চড়িয়া বসিয়া আছে তা কমিবার নামগন্ধ নাই। আর, যেসব সব্জির দাম একটু হয়তো কমিয়াছে তাহাও খুব যে আহামরি, এমনটা নয়। ফলে, বাজারে গিয়া অত্যন্ত হিসেব-নিকেশ করিয়াই এগোতে বা দরাদরি করিতে হইতেছে মানুষকে। কিছু ক্ষেত্রে লাগামছাড়া সব্জির দাম মানুষের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে। তবে, একদিনে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে এমনটা ভাবা ঠিক হইবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কারণ যাই হোক সেই সুযোগটা কাজে লাগাইয়া যাহাতে ফড়েরা ফায়দা লুটিতে না-পারে তাহার জন্য দরকার ছিল আগাম নজরদারির। যে-সময় এই নজরদারির কাজটা শুরু করিবার দরকার ছিল তাহা সময়মতো না-হওয়ার কারণে বাজার দর চড়িয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ, টনক নড়িয়াছে দেরিতে। দেখা যাইতেছে, একই পাইকারি বাজার থেকে কাঁচা আনাজ কিনে এক-একজন খুচরো ব্যবসায়ী এক-এক রকম দাম হাঁকিতেছেন। বাজার ভেদেও দামের বিস্তর হেরফের ঘটিতেছে। প্রশ্ন হল, দামের এমন পার্থক্যই-বা থাকিবে কেন? এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলিতেছে না।

রাজ্য সরকারও রাজ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য নজরদারির ব্যবস্থা করিয়াছে। যখন শুরু হইয়াছে নজরদারি তখন তাহার সুফল নিশ্চয় একটা মিলিবে। তবে, কাজটা সাময়িকভাবে না-করিয়া বছরভর বা লাগাতার করা প্রয়োজন। কারণ, এটা শুধুমাত্র ক'দিনের জন্য বা দু-একমাসের সমস্যা নয়। প্রায়ই দেখা যায়, কোনও কিছু হইলেইএক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সুযোগ বুঝে নানা ছুতোয় হুটহাট সব্জি ইত্যাদির দাম বাড়াইয়া দেয়।বাজারে তাজা সব্জির জোগান যাহাতে ঠিকমতো থাকে সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত। আর এই নজরদারির কাজটা যথাযথ হইলে অসাধু ব্যবসায়ীরা দাম বাড়াইবাল সুযোগ পাইবে না। তাই, কড়া হাতেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হইবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আন্দোলনের নাম, বিজেপিকে হুশিয়ারি চন্দ্রিমার

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আন্দোলনের নাম।'' রবিবার বারুইপুরের সভা থেকে বিজেপিকে হুশিয়ারি দিলেন তৃণমূল মহিলা মোর্চার সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিজেপির নাম না করে এদিন প্রথম থেকেই আক্রমণের ঝাঁঝ চড়িয়ে দেন চন্দ্রিমা।

বিজেপকে কটাক্ষ করে চন্দ্রিমা বলেন, ''বাংলার ২৩টি জেলা চেনে না। বাংলার অলিগলি চেনে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসন সম্বন্ধে যাঁদের সম্যক ধারণা নেই, তারা আসছে বাংলা দখল করতে।'' প্রসঙ্গত, সদ্য বিজেপির এক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল বাংলায় এসেছেন রাজ্য বিজেপির গতিবিধির ওপর নজর রাখতে। একই সঙ্গে তারা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে একুশের নির্বাচনের আগে বাস্তব চিত্রটা বুঝে নিতে চাইছেন।সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই তারা সাংগঠনিক দিক থেকে বিজেপিকে আরও মজবুত করতে কাজে নেমে পড়েছেন।

গেরুয়া শিবিরের প্রতি আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়ে চন্দ্রিমার আরও দাবি, ''ওসব দিবাস্বপ্ন। সেই স্বপ্নও দেখে লাভ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে ১৮৭ জন বিধায়ক নিয়ে এসেছিল। ২০১৬ সালে ২১১টি আসন নিয়ে মানুষের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। এবার তার চেয়ে বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' তাঁর কথায়, ''মমতা একটা আন্দোলনের নাম। একটু একটু করে আন্দোলন তৈরি করে বাম জমানায় শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছিলেন তিনি।''

কাছাড় জেলায় ভারত বনধ সর্বাত্মক করার আহ্বান ১২টি সংগঠনের

শিলচর (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ৮ ডিসেম্বর কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আহূত সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার ভারত বনধ-কে কাছাড় জেলায় সর্বাত্মক করে তুলতে ১২টি শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন যথাক্রমে সিটু, আইএনটিইউসি, এআইইউটিইউসি, এআইসিসিটিইউ, এআইটিইউসি, অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন, টিইউসিসি, এআইকেএস, টিইউসিসি (কাছাড়), এনটিইউআই, ইডব্লিউটিসিসি, ফোরাম ফর সোশ্যাল হারমনি ইত্যাদি আহ্বান জানিয়েছে। প্রস্তাবিত ভারত বনধ-কে সর্বাত্মক করতে সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে জেলায় জোরালো প্রচার শুরু করেছে। বনধআহ্বায়নকারীদের পক্ষ থেকে শ্রমিকনেতা সমীরণ আচার্য বলেন, বনধ-এ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া সব কিছু বন্ধ থাকবে। বনধ-এর দিন বিশেষ প্রয়োজনে কারও চলাচলের প্রয়োজন হলে পাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর জন্য আগামীকাল সোমবার বেলা তিনটে থেকে শিলচরের উকিলপট্টিস্থিত এআইইউটিইউসি কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। পাসের জন্য যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ৯১০১৯০৮৬৯৬ নম্বরে ফোন করে বিশদ জানতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিজিত কুমার সিংহ।

যে চলে গেছে তার জন্য চিন্তা করে কী লাভ, শুভেন্দু প্রসঙ্গে জানালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): শুভেন্দু অধিকারীকে এবার নাম না করে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গে তিনি বিন্দুমাত্র অনাগ্রহী বলেও মন্তব্য করেন।এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি সবথেকে আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলেন শুভেন্দু অধিকারী। মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন, এই ধরনের জল্পনা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি এই হেভিওয়েট নেতাদের পক্ষ থেকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিজেপি নেতাদের তরফে বারবার জানানো হচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারীর জন্য তাদের দরজা খোলা। এখন দেখার কোন দলে যোগদান করেন শুভেন্দু।এই প্রসঙ্গে এদিন কল্যাণবাবু জানান, 'যে চলে গেছে তার জন্য চিন্তা করে কী লাভ? প্রাথমিকভাবে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে শুনেছি। যে যাবার সে যাবে। যে থাকবার সে থাকবে। কোনও অসুবিধা নেই। আমার বক্তব্য, যারা যাওয়ার তারা তাড়াতাড়ি চলে যাক। শেষদিন পর্যন্ত ভোগ করে যেও না' ।অন্যদিকে, এদিন তিনি অতীন ঘোষ ও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও সরব হয়েছেন। এই দুই হেভিওয়েট নেতার দল বিরোধী মন্তব্য করার প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'যে যেমন খুশি সুরে গাইবে। বেসুরো গাইতে চাইলে গাইবে !

আয়কর নতুন ব্যবস্থা পছন্দে নিতে হবে ১০ আইই ফর্ম

ত্রিদিব রঞ্জন ভট্টাচার্য

অতিমারি করোনা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই এই অর্থবর্ষের (২০২০-২১) আটমাস চলে গেল। হাতে মাত্র আর চারমাস। আর করোনাকালেও আয়কর নিয়ে ভাবনা মাথায় রাখতে হচ্ছে। এবার আবার কত টাকা আয়কর দিতে হবে বা কর সাশ্রয়ী লগ্নি কি পরিমাণে করলে কত টাকা কর বাঁচবে এই হিসেবই যথেষ্ট নয়। এছাড়া এবার খাতা পেনসিল নিয়ে আয়করের অন্য একটি অঁক কষতে হবে। দুই বিকল্পের মধ্যে বিকল্পটিও পুরানো বা নতুন কর ব্যবস্থা বেছে নিলে আপনার আয়করের দায় কমবে সেই হিসেব নিকেষ এবার খুব জরুরি।

দুই বিকল্প: কিছু কিছু ক্ষেত্রে লগ্নি বা সঞ্চয় করলে এতদিন আয়করে ছাড় পাওয়া যেত, ফলে আয়কর দেবার বোঝা হাল্কা করা যেত। এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে এত বছরের চেনা এক রাস্তায় কথা বলা হয়েছে। নতুন রাস্তায় হাটলে পুরানো কর ব্যবস্থায় আয়কর সাশ্রয়ী মাধ্যমগুলিতেই (যেমন পিপিএফ, মেডিক্লেম, গৃহঋণ ইত্যাদি) বিনিয়োগে আয়কর ছাড়ের যে সুবিধা মিলত তা প্রায় একরকম মিলবে না। তবে মিলবে করের হার হ্রাসের সুবিধা। আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ে পুরানো, নতুন দুই ব্যবস্থাতেই কোনও কর দিতে হয় না। পরের ধাপ, ২.৫ লক্ষের বেশি থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুই ব্যবস্থাতেই করের হার একই শতাংশ। এরপরের চারটি ধাপে ৫ লক্ষের বেশি থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ে) নতুন কর ব্যবস্থায় পুরানো কর জামানার চেয়ে করের হার কম। প্রথম ধাপে ৫ লক্ষ টাকার বেশি থেকে ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) নতুন কর ব্যবস্থায় করের হার ১০ শতাংশ কম। (পুরানোতে ২০ শতাংশ, নতুনে ১০ শতাংশ)। পরের তিন ধাপেই এই দুই ব্যবস্থায় করের হারে পার্থক্য পাচ শতাংশ। বার্ষিক আয় ১৫ লক্ষ টাকার বেশি হলেই দুই কর ব্যবস্থাতেই করের হার সমান। এই প্লাবে পুরানো, নতুন এই দুই ব্যবস্থাতেই করের হার ৩০ শতাংশ।

খুব সহজভাবে বললে নতুন কর ব্যবস্থা বেছে নিলে পুরানো কর ছাড়ের সুযোগ পাওয়া যাবে না, আয়করের হারে সুবিধা মিলবে কয়েকটি ধাপে। আমাদের আজকের আলোচনার অভিমুখ প্রবীণ ও অতিপ্রবীণ করদাতা। যদিও নতুন করব্যবস্থা বাছাই বাধ্যতামূলক নয়, এচ্ছিক। নতুনে যেতে হলে কি করতে হবে তা নিয়েও।

প্রবীণ নাগরিক এতদিন ধরে আয়কর কমানোর জন্য বিভিন্ন ছাড়ের সুযোগ নিয়ে এসেছেন। বলতে গেলে এতেই তীরা অভ্যস্ত। নতুন ব্যবস্থায় এসব ছাড় যেন কর্পুরের মতো উবে গেল ভাবতেই তাদের খারাপ লাগছে। না, আয়করে আবেগের কোনও জায়গা নেই, নির্মম বাস্তব সত্যি। তবে কর ছাড়ের সুযোগ একেবারে হারিয়ে গেল তা নয়। এই ছাড়ের সুযোগ নিতে গেলে বেছে নিতে হবে পুরানো কর ব্যবস্থাকে। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন পুরানো নতুন এই দুই বিকল্পের একটি বেছে নেবার

আগে আপনাকে একটু অঙ্ক করে দেখে নিতে হবেই—কোন ব্যবস্থা বেছে নিলে আপনারা আয়করের বোঝা হাল্কা হবে। প্রয়োজনে অভ্যস্ত চেনা পথে না গিয়ে নতুন রাস্তায় হাঁটতে হবে।

বিকল্প কি একবার বেছে নিতে হবে? নতুন ও পুরানোর একটি বিকল্প আগামী মূল্যায়ন বছরে (২০২১-২২) বেছে নেবার পর, পরের মূল্যায়ন বছর, আবার তা পরিবর্তন করা সম্ভব কি? এই প্রশ্ন এখন অনেকের মনেই। হ্যা, ফি বছর নতুন পুরানো আয়কর ব্যবস্থা পছন্দমত বেছে নেবার সুযোগ আছে।পরিবর্তন করার সুযোগ নেই।

সাধারণভাবে অর্থবর্ষের শুরুতেই কর্মরত নতুন না পুরানো ব্যবস্থায় থাকতে চাইছেন। আয়ের উৎস থেকে কর কেটে নেবার ব্যাপার আছে কিনা। এই পছন্দ জানানোর পর সেই সময় যদি মনে হয় তার বাছাইয়ে ভুল হয়েছে, অন্য বিকল্প বেছে নিলে ভালো হত, তবে সময় পছন্দমত বিকল্প বেছে নিয়ে রিটার্ন জমা করতে পারবেন। অর্থাৎ-ও পছন্দ পরিবর্তন করা সম্ভব। তবে বছরের যে কোনও সময় এই পরিবর্তন করা যায় না। শুধু কর্মরত নয় সাধারণ করদাতারা রিটার্ন দাখিল করার সময় পছন্দের কর ব্যবস্থা বেছে নিতে পারবেন। আর একবার একটি বিকল্প বেছে নিলে সারাজীবন সেই বিকল্প (অর্থাৎ পুরানো আয়কর রিটার্ন বছর বছর জমা করতে হবে এমনও নয়। এখন পর্যন্ত যে বিধি আছে সেই অনুসারে প্রতি বছরই বাছাই বিকল্প পরিবর্তন করা সম্ভব। তবে এই পরিবর্তনের একটি শর্ত আছে। ব্যবসা থেকে আয় হলে কোনও করদাতা ফি বছর না। ব্যবসা থেকে আয় বলতে কিন্তু পরামর্শ দিয়ে আয়কেও বোঝায়। এজন্য কোনও প্রবীণ ব্যক্তি যদি অবসর নেওয়ার পর পরামর্শ দিয়ে অর্থ উপার্জন করেন তবে তিনি নতুন কর ২ টিন ও ব্যবস্থা বেছে নিলে প্রতি বছর পরিবর্তন করার সুযোগ পাবেন না। সারাজীবন একবারই মাত্র পরিবর্তন করা যাবে। ব্যবসা থেকে আয় ভবিষ্যতে যদি আর না থাকে তবেই আবার কি বছর নতুন পুরানো বাছাই করা যাবে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন বাছাই করা যাবে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন এই শর্ত সব করদাতাদের জন্যই । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্যক্তি বিশেষ বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রেই এই দুই আয়কর ব্যবস্থা- নতুন আর পুরানো।

কীভাবে নতুন পছন্দ বেছে নেব? কোনও আয়করদাতা যদি নতুন কর ব্যবস্থাবেছে নিয়ে আয়কর রিটার্ন দিতে চান তবে তাকে কর্ম ১০১ পূরণ করে রিটার্ন দেবার সময় আয়কর দফতরকে জানাতে হবে। আর এজন্য আয়কর আইনে (১৯৬১) ১১৫০ ধারাযোগ্য করা হয়েছে। নাম, বয়স, প্যান, ঠিকানার মতো কিছু তথ্য জানানো ছাড়াও জানাতে হবে পেশা বা ব্যবসা থেকে লাভ ইত্যাদি থেকে কোনও আয় আছে কিনা।

আয়কর রিটার্ন জমা করার সময় ডিজিটাল সই বা ইলেকট্রনিক ভেরিফিকেশন কোডের (ভিসি) মাধ্যমে এই ফর্ম জমা করতে হবে। এই ফর্ম জমা না দিলে ধরে নেওয়া হবে করদাতা পুরানো কর ব্যবস্থাতে আয়কর জমা করবেন। ব্যবসা থেকে আয় থাকলে সেইসব করদাতা নতুন কর ব্যবস্থায় যেতে চাইলে ৩১ জুলাই-এর আগে জানাতে হবে এই কর্ম পূরণ করে। অন্য করদাতাদের এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তারা আয়কর রিটার্ন জমা করার সময় এই কর্ম পূরণ করে নতুন কর ব্যবস্থা বেছে নিতে পারেন।

প্রবীণদের কর ছাড় নতুন বা পুরানো কর ব্যবস্থা বেছে নেবারক্ষেত্রে অন্যান্যদের মতো প্রবীণ (৬০ থেকে ৮০ বছর) অতি প্রবীণদের (৮০ও বছরের উর্ধে) ক্ষেত্রেও বিষয়টি এচ্ছিক। অতি প্রবীণ ও প্রবীণদের পুরানো আয়কর ব্যবস্থাতে

বাড়তি/বিশেষ কিছু ছাড় আছে। নতুন পুরনো আয়কর ব্যবস্থা র অঙ্ক করবার সময় তাদের এই ছাড়গুলির কথা বেশি করে মাথায় রাখাতে হবে এবার ছোটো করে সেই ছাড়ের কথায় আমরা আসছি।

১ রকমুক্ত আয়

প্রবীণ ও অতি প্রবীণদের করমুক্ত আয়ের পুরানো ব্যবস্থাতে যে গীণ্ডি ছিল নতুন ব্যবস্থাতেও তা বহাল রয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত, অতি প্রবীণদের পাঁচ লক্ষ টাকা উল্লেখ্য, সাধারণ নাগরিকদের আড়াই লক্ষটাকা বার্ষিক আয় করমুক্ত।

২. আগাম কর জমায় ছাড়

আয়কর আইনের ২০৭ ধারা অনুসারেপ্রবীণ/অতি প্রবীণ নাগরিকদের (যদিনা ব্যবসাবা পেশা থেকে কোনও আয় থাকে) তবে দেয় করের পরিমাণ দশ হাজারের বেশি হলেওআগাম আয়কর জমা দিতে হয় না। অন্য নাগরিক দেয় করের পরিমাণ দশ হাজার টাকার বেশি হলে আগাম আয়কর জমা বাধ্যতামূলক।

৩. সুদে বাড়তি সুবিধা

ব্যাংক, ডাকঘর ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদি আমানত, সেভিংস অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত সুদে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাওয়া যায়। (আয়কর আইন৮০ টি টি ই-)। এছাড়াও, ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদে উৎসমূলে কোনও কর কাটা হয় না।

প্রত্যেক ব্যাঙ্কে আলাদা আলাদাভাবে এই হিসেব ধোরা ৯৪-এ) ধরা হয়। উল্লেখ্য, সাধারণ করদাতা প্রবীণ নয়) তারা সেভিংস আকাউন্টের সুদে ১০ হাজার টাকা পর্যন্তকর ছাড় পান।

৪.স্ট্যার্ড ডিডাকশন

প্রবীণরা যদি পেনশন পান তবে পেনশনে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনে সুবিধা পান, যেমনটি পান কর্মরত করদাতারা।

৫. মেডিক্যাল ইনস্যুরেস

৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড় পাওয়া যায়। আয়কর আইন-৮০ডি ধারা)। প্রবীণ করদাতা যদি তা বাবা/মায়ের জন্য চিকিৎসা বিমার জন্য প্রিমিয়াম দেন, তবে বাড়তি আরও ৫০ হাজার টাকা ছাড় পেতে পারেন।

৬. জটিল চিকিৎসা ব্যয়ে ছাড়

নির্দিষ্ট কয়েকটি জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড় পাওয়া যায়।

৭. রিভার্স মর্টগেজ

কোনও প্রবীণ নাগরিক তার বসতবাটি/সম্পত্তি ''রিভার্স মর্টগেজে'' বন্ধক রেখে মাসে মাসে যে আয় করেন তা করের আওতায় আসে না।

৮. অতি প্রবীণদের রিটার্ন দাখিলে সুবিধা

এখন আয়কর রিটার্ন জমা দেবার জন্য কাগজ কলমের দরকার হয় না। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এই কাজটি সারতে হয়। অতি প্রবীণদের, ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। তারা ইচ্ছে করলে আইটিআর ফর্ম জমা করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে করলেও করা যায়। তাদের জন্য দুটো সুযোগই রয়েছে।

যে কোনও নাগরিককে যেমন তীদের পুরানো কর ব্যবস্থার তুল্যমূল্য বিচার করে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হবে তেমনি প্রবীণদেরও দুটি অঙ্ক কষে লাভের অর্থাৎ কোন ব্যবস্থায় কর কম দিতে হবে তা দেখে নিতে হবে। তাদের বাড়তি ছাড়ের বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি। এবার দ্বৈত কর ব্যবস্থার

জন্য রিটার্ন দিতে অতিরিক্ত নজর না দিয়ে উপায় নেই।

সাধারণভাবে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে নতুন কর ব্যবস্থায় কর ছাড়ের বিষয়টি বোধহয় উঠেই গেছে। না সব ছাড় নতুন ব্যবস্থায় উঠে গেছে তা নয়। এখনও কিছু ছাড় রয়েছে। সিবিডিটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এখনও নতুন কর ব্যবস্থায় যেসব ছাড় পাওয়া যাবে সেগুলি হলো : ১. কর্মীর যাতায়াত বদলি বাবদ ভাতা,

২. প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলা, বা মেয়াদ শেষে প্রাপ্য টাকা ৩. সুকন্যা সমৃদ্ধি প্রকল্প থেকে মেয়াদ শেষে পাওয়া টাকা ৪. জীবন বিমার টাকা (১০ ধারায়) ৫. চাকরি থেকে অবসরে ছুটি বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত টাকা (তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত) ৫. গ্রাচুইটির ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়া টাকা ৬. নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পাওয়া উপহার সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা) ৭. বাড়িভাড়া বাবদ পাওয়া টাকার ৩০ শতাংশ ছাড় ৮. স্বেচ্ছাবসর/ছাটাই-এর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য টাকা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত

ছাড় ইত্যাদি। যে কৌনও ব্যবস্থার কিছু সুবিধা থাকে তেমনি আবার অসুবিধাও। নতুন কর ব্যবস্থা হিসেব করা সহজ, সরল। আবার আয়করপারে। গৃহঋণ ও শিক্ষাণে নতুন ব্যবস্থায় ছাড় একেবারেই থাকছে না, যা অনেকের কাছেই ভাবনার বিষয়। আরও একবার বলব- এবার কিন্তু দুই কর ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি আপনার করভার কমাবে তা বিচার করেই ২০২০-২১ অর্থবর্ষের রিটার্ন জমা। বাছাইয়ের বিষয়টি এচ্ছিক এটা মনে রাখতে হবে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেঁ ভারতের সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে

সালটা ২০১৭, সংযুক্ত আরব এমিরিটাস (ইউএই)-এর ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়াল যখন নয়াদিল্লিতে তাঁর বিমান থেকে

নেমে এলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচলিত প্রথা ভেঙে তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গনেঁ গ্রহণ করলেন। দু'বছর পরেও তিনি সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ঠিক একই রকম করলেন।এগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কিন্তু এসব থেকেই ভারত ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিকে পুনস্থাপনের ইঙ্গিত দেয়, যা পারস্পরিক আস্থা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও এক উচ্চ মাত্রায় বিশ্বাসের সমোন্নতিকে সংজ্ঞায়িত করে।

ঐতিহাসিকভাবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে উপসাগরীয় দেশগুলি ও ভারতের মধ্যে যে ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অংশীদারিত্বের অভিপ্রকাশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা জনগণের প্রতিদিনকার জীবনের তটভূমিতে তারা নিজেদের দেখতে পেয়েছে। এই বাস্তবতা একদিকে, অন্যদিকে মক্কা ও মদিনা-আমাদের নাগরিকদের অনেকেরই জন্য এগুলি হল পবিবত্র ভূমি-ভৌগলিকভাবে ওই অঞ্চলেই অবস্থিত, আমাদের পুরান, ধর্ম, ভাষা, খাদ্য ও স্থাপত্য একে অপরের সঙ্গেঁ সংপৃক্ত যা এখনো পূর্ণ মাত্রায় অনুধাবন করা যায়নি, অথবা অন্বেষণ করা হয়নি।

তবে, বর্তমানে এই সম্পর্ক একটি জৈব ঐতিহাসিকতার অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। তথাপি বিগত ছয় বছরে এটা যতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তা এর আগে আর কখনোই হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টির আওতায় উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে নেতৃত্ব তার- "পশ্চিমে তাকাও" (লুক ওয়েস্ট) নীতির মাধ্যমে নিরন্তর একনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে। এইসব কয়েকটি দেশের সঙ্গেঁ আমাদের সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বের পর্যায়ে উন্নতি লাভ করেছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চেয়েও উচ্চ মাত্রার প্রতিশ্রুতির পরিচয়বাহী, এবং তা সাধারণভাবে বিবিধ ক্ষেত্রে কৌশলগত সংলাপ হলেও, স্রেফ আনুষ্ঠানিক জোট নয়।

নয়াদিল্লি এবং রিয়াদ আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং সৌদি ক্রাউন প্রিন্স পর্যায়ে 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেছে। ইউএই-র তরফেও কৌশলগত সম্পর্ককে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উচ্চ তুলে ধরতে উচ্চ পর্যায়ের

ধর্মেন্দ্র প্রধান

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও ইস্পাত মন্ত্রী

মন্ত্রী গোষ্ঠির দ্বারা চালিত করেছে। নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্কের দু'টি উপাদান যাতে পন্য ও জনগণ উভয় দিকই জড়িয়ে রয়েছে এবং শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যক্তিগত যোগাযোগ এইসব সম্পর্কের গতিকে তাদের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

ইউএই এবং সৌদি আরব যথাক্রমে ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। আমাদের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ উপাদানে তাৎপর্যময় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে- শক্তি, তেল পরিশোধন, পেট্রো-রসায়ন, পরিকাঠামো, কৃষি, খনিজ এবং খনন ক্ষেত্রে রিয়াদ ১০০ বিলিয়ন ডলারের বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করার জন্য একটি বড় ধরনের ঘোষনা দিয়েছে। এদিকে, ইউএই হল ভারতে এফডিআই প্রবাহের উৎস হিসেবে প্রথম সারিতে ১০ টির মধ্যে অন্যতম। উপসাগরীয় অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় অভিবাসী, আনুমানিক ৮০ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি ভারতীয়, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সূত্র হিসেবে কাজ করছে। একদিকে ভারত যেমন বিপুল পরিমাণে প্রেরিত অর্থের আন্ত:প্রবাহের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে, ২০১৮-র অনুমিত হিসাব অনুযায়ী উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে প্রায় ৫০ বিলিয়ান ডলার, অন্যদিকে আমন্ত্রক দেশগুলিও দক্ষ কর্মীদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ পাওয়ার দ্বারা উপকার পেয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতি জিসিসি তথা উপসাগরীয় দেশগুলির তরফে সহানুভূতিশীলতার এক তাৎপর্যময় আবেদন পরিলক্ষিত হচ্ছে- তাদের সংস্কৃতিক অথবা সামাজিক কর্মকান্ড সব ক্ষেত্রেই এটা দেখা যাচ্ছে। সংযুক্ত আরব এসিরিটাস (ইউএই)-তে একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণে অনুমোদন, একটি উদাহরণ, এই প্রবণতারই ইঙ্গিত বহন করছে।

তবে ভারত ও উপসাগরীল দেশগুলির মধ্যে এইসব বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মেরুদন্ড হল হাইড্রোকার্বন ক্ষেত্র। ২০১৯-২০ তে ভারত এই অঞ্চলের সঙ্গে ৬২ বিলিয়ন ডলারের হাইড্রকার্বনের বাণিজ্য করেছে, যা মোট হাইড্রকার্বন বাণিজ্যের ৩৬ু।

সৌদি আরব এবং ইউএই ভারতে কৌশলগত পেট্রোলিয়াম ভান্ডার (এসপিআর) কর্মসূচির পরবর্তী পর্যায়ে অংশীদার হতে পারে এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইউএই সফর কালে এছাড়াও একটি ঐতিহাসিক চুক্তি হয়েছে যাতে এই প্রথম আবু ধাবি'র সমুদ্র তীর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত লোয়ার জাকুমের একটি সংস্থাতে ভারতীয় তেল সংস্থাগুলির একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ১০ু অংশ প্রদান করেছে।

২০১৫-র আগস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যিনি ইউএই সফর করেন, তারপর ২০১৮ ও ২০১৯ এ তিনি ফের এই দেশটি সফর করতে যান। তাঁর শেষতম সফর কালে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে তাঁর অবদানের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে ইউএই-র সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান অর্ডার অব জায়েদ প্রদান করা হয়। তিন বছর পূর্বে, সৌদি আরবের সম্মাননা 'কিং আবদুলাজিজ শাহ' অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন এবং ২০১৯-এ বাহারিন-এর তৃতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'কিং হামাদ অর্ডার অব দ্য রেনেসাঁ' প্রদান করা হয় তাকে। প্রধানমন্ত্রী মোদী উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রতি একটি সংহতিপূর্ণ আবেদন রয়েছে এবং সেই সূত্রে তিনি উচ্চ সম্মাননার সঙ্গেঁ সৌদি আরব, কাতার, ওমান, ইরান ও বাহরিন সফর করেন, যার ফলশ্রুতিতে উপসাগরীয় দেশগুলির উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দও নয়াদিল্লিতে সফর করতে আসেন।

এই অঞ্চলের সব চেয়ে শ্রদ্ধাবান নেতাদের মধ্যে অন্যতম কুয়েতের আমি মহামান্য শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ যখন সেপ্টেম্বরে প্রয়াত হন, তখন ভারত সরকার সারা দেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষনা করেছিল-এই মনোভাব ও অভিব্যক্তি কুয়েতে উচ্চ মাত্রায় প্রশংসিত হয়েছে।

কোভিড-১৯ রোগ বিশ্ব মহামারির রূপ নেওয়ার পর এই প্রস্তাব সমস্যার সময়ে শীর্ষ নেতৃত্বের সমর্থন পেয়েছে এবং সমস্যার সময়ে যে পরস্পর পরস্পরের পাশে রয়েছে তা বৈশ্বিকভাবে নিশ্চিত করেছে।

উপসাগরীয় অঞ্চলে ওষুধ, খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশকীয় সামগ্রীর নির্বিঘ্ন সরবরাহ সুনিশ্চিত করেছে এবং বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশে ৬০০০ ভারতীয় স্বাস্থ্যকর্মীকে ওই সব দেশের নাগরিকদের লকডাউন চলাকালে স্বাস্থ্য পরিচার্যার জন্য নিয়োজিত করেছে। ২০২০-র এপ্রিলে ভারত সক্ষমতা গঠন ও অতিমারি মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওযার জন্য কুয়েতে ১৫ সদস্যের একটি রেপিড রেসপন্স টিম পাঠিয়েছে। ভারত একটি বৈশ্বিক ঔষধালয়' (গ্লোবাল ফার্মাসি) হিসেবে উদিত হয়ে এবং এই বিষয়টিও উপসাগরীয় অঞ্চলের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিচর্যায় অংশ নিয়েছে। পরিবর্তে, অতিমারির চরম পর্ব চলাকালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলির জন্য বিনামূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার তিন বার রিফিলিং করার বিষয়ে

ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেসের এক র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের কুম্ভা চা বাগানে 'মিশন উত্তরণ'-এর সূচনা জেলাশাসক কীর্তি জল্লির

শিলচর (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার কুম্ভা চা বাগানের পোলো গ্রাউন্ডে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য সোসাইটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'মিশন উত্তরণ' প্রকল্পের সূচনা করেছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। উত্তরণ মানেই উন্নয়ন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলাশাসক 'মিশন উত্তরণ' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেন, চা বাগানে মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু এবং মোট উর্বরতার হার হ্রাস করার জন্য জেলা স্বাস্থ্য সমিতির একটি বিশেষ উদ্ভাবনী প্রকল্প। চা বাগানে মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হারের তুলনামূলক ভাবে বেশি। তাই চা বাগান অঞ্চলে স্বাস্থ্য উন্নত করার জন্য বিস্তৃত কৌশল প্রণয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, শিক্ষা এবং এনআরএলএম বিভাগগুলি মিশনকে বাস্তবায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি জানান, মিশনের আওতায় মাতৃগোষ্ঠী, আশাকর্মী, এএনএম, এডব্লিউডাব্লিউ, জীবিকা সখি, বাগান পঞ্চায়েত সদস্য, এসএইচজিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং উত্তরণ গ্রুপ থাকবে। তারা অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। মিশন উত্তরণ গ্রুপটি মা ও সন্তানের সুবিধা এবং তাদের জীবন বাঁচাতে কাজ করবে। প্রতিটি চা বাগানে একজন নোডাল মেডিক্যাল অফিসার থাকবেন। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য অনুসন্ধানের আচরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বালিকা শিক্ষা, মহিলা ক্ষমতায়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্তরণ গ্রুপের জন্য অগ্রাধিকারের বিষয় হবে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নোডাল মেডিক্যাল অফিসার এসপিওসি হওয়ার দরুন এই গ্রুপের সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।

প্রাথমিকভাবে ২৮টি চা বাগান এই মিশনের আওতায় নেওয়া হয়েছে এবং বাকিগুলো পরবর্তী পর্যায়ে হবে বলে জানানো হয়েছে। কুম্ভা চা বাগান স্টেডিয়ামের বাগান পঞ্চায়েতের সদস্য, মহিলা ও কিশোরীদের সমাবেশে প্রত্যেক পরিবারের সকল মহিলা এবং শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য আবেদন জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। চা বাগানগুলিতে আমূল পরিবর্তন আনতে সরকারি বিভাগগুলি সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে জানান তিনি। অজ্ঞতা বা তথ্যের অভাবে কোনও মা ও সন্তানের যাতে মৃত্যু না হয়, সে ব্যাপারে জনগণকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের জন্য আবেদন জানান জেলাশাসক। মিশনের উদ্দেশ্য পূরণে চা বাগান এমএমইউ, পাইরামল স্বাস্থ্য, নেহরু যুব কেন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. সুদীপজ্যোতি দাস।

আজকের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) সুমিত সাত্তাওয়ান, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক শাশ্বতী সোম, চা বাগানের ম্যানেজার, এনএইচএম-এর ডিপিএম রাহুল ঘোষ, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, পিএইচই, এসএমসিওএইচ এবং স্থানীয় চা বাগানের মহিলা এবং কিশোরীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিমা হাসাও থেকে ষষ্ঠ তফশিলির অধিকার হরণের ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি সরকার : কংগ্রেস

হাফলং (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা থেকে ষষ্ঠ তফশিলির অধিকার হরণের ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি সরকার। গুরুতর এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য ডেনিয়্যাল লাংথাসা। রবিবার হাফলং রাজীব ভবনে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন কংগ্রেস নেতা।

ডেনিয়্যাল লাংথাসা বলেন, ডিমা হাসাও জেলা থেকে ষষ্ঠ তফশিলির অধিকার হরণ করে পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি সরকার। এমন-কি ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীর সব সুযোগ সুবিধা এবং ভূমির অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে বর্তমান বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ করে ডেনিয়্যাল বলেন, বিটিসি নির্বাচনের প্রচার অভিযানে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বিটিসি অঞ্চলে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে বিটিসিতে পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। তাছাড়া ভূমির অধিকার নিয়ে অ-উপজাতি মানুষকে নাকি উস্কানি দিচ্ছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিস্ফোরক এই অভিযোগ উত্থাপন করে কংগ্রেস নেতা ডেনিয়্যাল লাংথাসা বলেন, বিটিসি এবং অসমের দুই পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও ও কারবি আংলং ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিজেপি সরকার এই তিন এলাকায় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ষড়যন্ত্র করছে। তবে কংগ্রেস দল তা কখনও মেনে নেবে না। প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা বলে ডেনিয়্যাল লাংথাসা আজ জানিয়ে দিয়েছেন।

এদিন প্রথমে সংবিধান প্রণেতার মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রথমে ভীমরাও আম্বেদকরের প্রতিচ্ছবিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসা, অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সচিব তথা ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ড় মানবে রংপি সহ অন্য কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন নির্মল লাংথাসা, মানবে রংপি প্রমুখ।

পাথারকান্দিতে দুর্ঘটনায় হত চড়াই দম্পতির শেষকৃত্য সম্পন্ন, অসংখ্যজনের অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাজারিছড়া (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : গতকাল শনিবার সন্ধ্যারাতে পাথারকান্দিতে সংঘটিত মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চড়াই দম্পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আজ খ্রিষ্টধর্মীয় আচারবিধি অনুযায়ী বালিপিপলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরা ও ঝেরঝেরির মানিকবন্দ গ্রামে তাঁদের বাড়ি সংলগ্ন স্থানে সম্পন্ন হয়েছে। নিহত লিংগিশেখ চড়াই (৪৫) এবং তাঁর পত্নী পাথারকান্দি থানার পুলিশকর্মী টিনামণি চড়াই (৩৪)-এর ময়না তদন্তের পর করিমগঞ্জ থেকে তাঁদের মরদেহ বাড়ি নিয়ে আসা হয়। এখানে অসংখ্য জনতা উভয়ের পার্থিব দেহে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল থানায় নিজের কর্তব্য সম্পাদন করে সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা নাগাদ টিনামণি তাঁর স্বামীকে নিয়ে এএস ১০ এ ৬০৩৩ নম্বরের মোটর বাইকে চেপে বাজারিছড়া থানাধীন মাগুরা খাসিয়াপুঞ্জিতে নিজেদের বাড়ি যাচ্ছিলেন। সে সময় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাঁদের বাইক যখন পাথারকান্দি মুণ্ডমালা এলাকা অতিক্রম করছিল, ঠিক তখনই করিমগঞ্জ অভিমুখী দ্রুতগামী একটি ডাম্পার অতর্কিতে বাইকে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় উভয়েই জাতীয় সড়কে ছিটকে পড়েন। অকুস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালক লিংগিশেখের। অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা আহত রক্তাক্ত টিনামণিকে পাথারকান্দি হাসপাতালে আনার পর তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিকে ঘটনা সংঘটিত করে সন্ধ্যারাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘাতক ডাম্পার নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। তবে স্থানীয় জনগণের তৎপরতায় বারইগ্রামে গাড়িটি ধরা পড়লেও চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আজ বিশাল কনভয় নিয়ে মরদেহবাহী শকট পৌঁছে বালিপিপলা পঞ্চায়েতের মাগুরা ও ঝেরঝেরি জিপি-র মানিকবন্দ গ্রামে। উভয়ের মরদেহ তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন ইচাবিল বাজার সংলগ্ন

ছয়ের পাতায়

বারাসতে কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের বক্তব্য ও 'আমরা বাঙালী'র প্রতিক্রিয়া, বাঙালিদের সচেতন হওয়ার আহ্বান

শিলচর (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাঙালি জাতিসত্তা সম্পর্কে সর্বশ্রেণির বাঙালি জনগোষ্ঠীকে সচেতন হওযার আহ্বান জানিয়েছে 'আমরা বাঙালী'। গতকাল বারাসতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি প্রভারি কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেছেন, রাজ্য নির্বাচনে এবার বিজেপি সরকার গড়লে মতুয়া সহ অন্যান্যদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবেন তাঁরা। বিজয়বর্গীয়ের এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এই আহ্বান জানিয়েছেন 'আমরা বাঙালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ।

তিনি উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেছেন, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ প্রভারি কৈলাস বিজয়বর্গীয় গতকাল বারাসতে বলেছেন, রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি সরকার গড়লেই নাকি সকল মতুয়া সহ অন্যান্যদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবেন। বিস্ময় ব্যক্ত করে সাধন বলেন, যাঁদের ভোটের বিনিময়ে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের মসনদে আসীন হতে তৎপরতা শুরু করেছে, তাঁদেরকে কীভাবে নাগরিকত্ব দেবেন তাঁরা? সাধন পুরকায়স্থের প্রশ্ন, ভোটের আগে নাগরিক, আর ভোটের পর তাঁরা বিদেশি! এটা কী-ধরনের কথা? অসমে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ দলের সকল নেতা বলেছিলেন, বিজেপি অসমে ক্ষমতায় এলে সব বাঙালিকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিও ভেঙে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে কী হচ্ছে? সরকার গড়ার বিনিময়ে অসমে কয়েক লক্ষ বাঙালির নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে এখনও বাঙালি ভাইবোনেরা নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন। এছাড়া অসংখ্য ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন ডিটেনশন ক্যাম্পে।

সাধন বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, সারা ভারতে নাগরিক আইনের আওতায় দেশ কয়েক কোটি বাঙালি বিদেশি রয়েছেন। তাদেরকে 'চুন চুন' করে খুঁজে বের করে ভারতের ভূমি থেকে বিতাড়িত করবে। যে-সকল বাঙালির রক্তের বিনিময়ে আজ সবাই স্বাধীন ভারতীয় বলছেন, অথচ ভারতের স্বাধীনতায় যাঁদের কোনও রক্তের অবদান নেই তাঁরাই কি-না বলছে বাঙালি বিদেশি বহিরাগত 'ঘুসপেটিয়া' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে 'আমরা বাঙালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ গোটা বাঙালি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ছেন।

তিনি বাঙালিদের সাবধানতা অবলম্বন করে বলেন, আজ যে সকল বাঙালি দেশভাগের বলি হয়ে জাতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতিতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই সব বাঙালির নাগরিকত্বের ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট বক্তব্য নেই বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে। তারা সকলেই নির্বাচনী ইস্যু বানিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে ব্যস্ত।

বর্তমান কঠিন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দলমত নির্বিশেষে বাঙালি জাতির ভারত ভূমিতে চরম অবহেলা ও অপমানের চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার সময় হয়েছে। জাতিসত্তাকে বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বাঙালির জাতীয়তাবোধের সংগ্রামের চিরসাথী একমাত্র বলেছেন 'আমরা বাঙালী'র প্রদেশ সচিব। তিনি

ছয়ের পাতায়

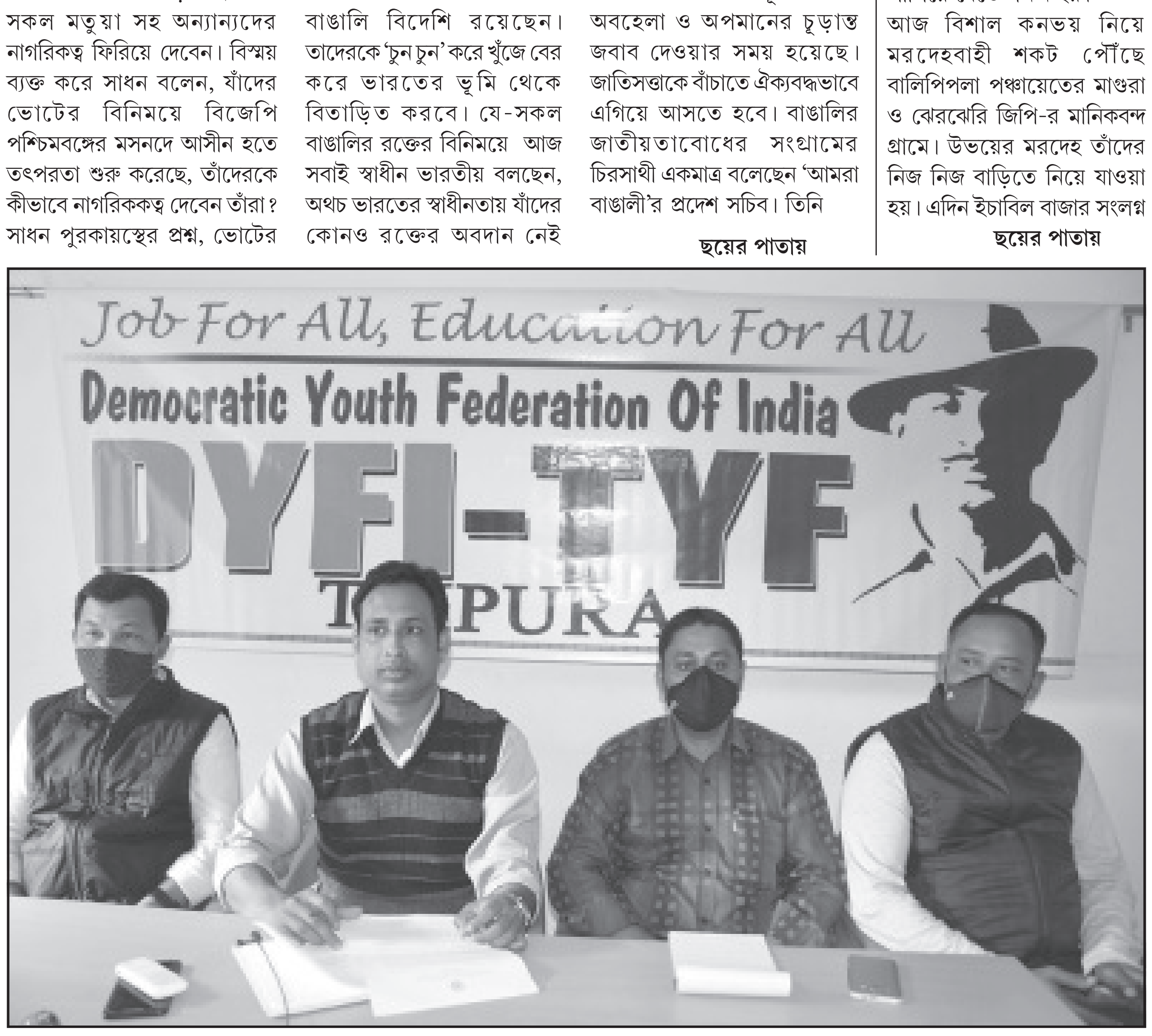

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফ'র উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার্থে শিলচরে সম্প্রীতি মিছিল বামেদের

শিলচর (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : সাম্প্রদায়িক নীতিসমূহের প্রতিবাদে শিলচরে বিক্ষোভ মিছিল করল কয়েকটি বাম সংগঠন। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে রবিবার শিলচরে বাম ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি এক সম্প্রীতি মিছিল সংগঠিত করেছে। আজ বিকেল তিনটায় শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে দেবদূত পয়েন্ট, সেন্ট্রাল রোড, প্রেমতলা হয়ে জেল রোডে বিপ্লবী উল্লাসকরের মূর্তির পাদদেশে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এআইডিএসও, ডিওয়াইএফআই, এনআইএসএ, এআইএসবি, এআইওয়াইএল-এর কর্মীরা মিছিলে যোগদান করেন। এছাড়া মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর জেলা সম্পাদক হায়দার হুসেন লস্কর, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর জেলা কমিটির সদস্য মাধব ঘোষ, পিসিসি সিপিআই (এমএল)-এর জেলা সম্পাদক মানস দাস, অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের সভাপতি এমএফ হানিফ লস্কর, তমোজিৎ সাহা, কমল চক্রবর্তী, মহিলা সংগঠনের নেত্রী আতরজান বিবি, শ্রমিক নেতা অসীম নাথ সহ অনেক বিশিষ্টজন। মিছিল শেষে বিপ্লবী উল্লাসকরের মূর্তির পাদদেশে বক্তব্য পেশ করেন এআইডিএসও-র হিল্লোল ভট্টাচার্য, ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষে দেবজিত গুপ্ত, সারস্বত মালাকার, এনআইএসএ-র পক্ষে প্রজ্ঞা অন্বেষা, সারওয়ার জাহান, এআইওয়াইএল-এর পক্ষে রাজু দেবনাথ, এআইএসবি-এর পক্ষে রুমি চৌধুরী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, ভারতবর্ষের মনীষীদের চিন্তা, চেতনায় রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। অথচ বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করতে তৎপর হয়েছে। বক্তারা আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানের মতো শিলচর শহরেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হয়েছে যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যের পরিপন্থী। তাই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে দেশের সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে আজকের মিছিল থেকে আহ্বান জানিয়েছেন পল্লব ভট্টাচার্য, হিল্লোল ভট্টাচার্যরা।

রবিবার বড়দোয়ালী কর্মচারী সেলের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

শুভেন্দুবাবুর উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি : দিলীপ ঘোষ

দীঘা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): শুভেন্দু অধিকারীর জবাবের জন্য অপেক্ষা করে আছি। আজ এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত, রবিবার দীঘায় গিয়েছিলেন তিনি। এদিন খেজুর রসের চুমুক দিতে দিতে দিলীপ ঘোষ জানান, 'বিজেপি দরজা সবার জন্য খোলা। যারা মনস্থির করেছেন যোগ দেবেন তারা দলে এসেছেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত স্থির করতে পারেনি, তারা সময় নিচ্ছেন। শুভেন্দুবাবুর উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি'।

প্রসঙ্গত, এর আগেও বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায় পর্যন্ত একাধিকবার জানিয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারীর জন্য বিজেপির দরজা সব সময় খোলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে। আজ দীঘায় একটি চা চক্রে যোগ দেন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই প্রাতঃভ্রমণ শেষে 'চায় পে চর্চা' কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি এবং জানান, 'এই বিষয়ে একমাত্র শুভেন্দু অধিকারী নিজেই বলতে পারবেন। তবে উনি কি করবেন তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি'।

এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি সবথেকে আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলেন শুভেন্দু অধিকারী। মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন, এই ধরনের জল্পনা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি এই হেভিওয়েট নেতাদের পক্ষ থেকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিজেপি নেতাদের তরফে বারবার জানানো হচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারীর জন্য তাদের দরজা খোলা। এখন দেখার কোন দলে যোগদান করেন শুভেন্দু।

সরশুনা থানার সামনে বসে পরে এখনও বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিজেপি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপির "আর নয় অন্যায় কর্মসূচি" ঘিরে ধুন্ধুমার বেহালা। বিজেপির "আর নয় কর্মসূচি"তে বাধা দিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আর সেই অভিযোগে রবিবার সরশুনা থানার সামনে দের ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

অভিযোগ উঠেছে, রবিবার বেহালায় "আর নয় অন্যায় কর্মসূচি"-এর প্রচার চালাচ্ছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। কিন্তু সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এসে লিফলেট ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে বিজেপির খন্ড যুদ্ধ বাঁধে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় পুলিশ। অভিযোগ সেখান থেকে কয়েকজনকে থানায় আটক করে নিয়ে আসা হয়। আর এরপরই উত্তেজিত হয়ে সরশুনা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও সরশুনা থানার সামনে বিক্ষোভ অব্যাহত বিজেপির। থানার গেটে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তালা। কিন্তু কেন বিজেপির কর্মসূচিতে বাধা দিলে তৃণমূল দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিজেপি।

বিজেপির আর নয় অন্যায় কর্মসূচিতে বাধা, উত্তেজনা বেহালায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স): খাস কলকাতায় এবার বিজেপির " আর নয় অন্যায় কর্মসূচি" ঘিরে উত্তেজনা। রবিবার বেহালায় বিজেপির " আর নয় অন্যায় কর্মসূচি"- তে বাধা দেয়ার অভিযোগ। বাধা দিতেই সরশুনা থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

আরর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। এরই মাঝে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে এক নয়া কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। যার নাম রাখা হয়েছে" আর নয় অন্যায় কর্মসূচি"। কিন্তু অভিযোগ রবিবার বেহালায় বিজেপির "আর নয় কর্মসূচি"তে বাধা দেওয়া হয়েছে। লিফলেট ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। কেনও বাধা দওয়া হল সেই অভিযোগ তুলে সরশুনা থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির। চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ অর্জুন সিংএর

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): অগ্নিযুগের বিপ্লবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশ গুপ্তের জন্মজয়ন্তীতে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন বিজেপির দাপুটে সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার নিজের টুইট বার্তায় অর্জুন সিং লিখেছেন, "বিপ্লবী ত্রয়ী বিনয়-বাদল-দীনেশ এর অন্যতম দীনেশ গুপ্তকে তাঁর জন্মদিনে জানাই শত কোটি প্রণাম।"

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ (আজকের মহাকরণ) ঢুকে ইন্সপেক্টর জেনারেল (কারা) এন এস সিমসনকে গুলি করে হত্যা করেন বাংলার তিন দামাল বিপ্লবী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই যুদ্ধকে অলিন্দ যুদ্ধ বলা হয়। প্রসঙ্গত ১৯১১ সালের ৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গের (আজকের বাংলাদেশ) মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন দীনেশ গুপ্ত। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ারের সক্রিয় এই সদস্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর তুঙ্গস্পর্শী আত্মত্যাগ আজও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

করোনা মুক্ত হয়েও মৃত্যু আরও এক চিকিৎসকের মৃত্যু

কলকাতা,৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও অদৃশ্য ভাইরাস আতঙ্কে কোণঠাঁসা শহরবাসী। এরই মাঝে ক্রমাগত শহরের হাসপাতালগুলিতে হানা দিচ্ছে করোনা। ফের করোনা মুক্ত হয়ে মৃত্যু আরও এক চিকিৎসকের। রবিবার করোনা আক্রান্ত

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বলিউডে আবার করোনার হানা

বলিউড যতই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে চাচ্ছে, করোনা ততই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি বলিউড নায়ক সানি দেওল করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সেই খবর বাসি না হতেই বরুণ ধাওয়ান, নীতু কাপুরসহ আরও অনেকে করোনায় আক্রান্ত।

রাজ মেহেতা পরিচালিত 'যুগ যুগ জিও' ছবির শুটিং চলছিল। বরুণ ধাওয়ান, কিয়ারা আদভানি, অনিল কাপুর, নীতু কাপুরদের নিয়ে চণ্ডীগড়ে শুটিং করছিলেন। সেই সময় এই ছবির কিছু অভিনেতা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। খবর অনুযায়ী, বরুণ ধাওয়ান, নীতু কাপুর আর রাজ মেহেতা করোনায় আক্রান্ত হন। প্রথমে খবর ছিল যে অনিল কাপুরের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে পরে নিশ্চিত করে জানা গেছে, ওটা ভুয়া খবর। করোনা হয়নি অনিল কাপুরের। তাই তিনি মুম্বাইয়ে ফিরে গেছেন।

অনিল কাপুরের ভাই প্রযোজক বনি কাপুরও ভারতের একটি পত্রিকায় খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। বনি কাপুর জানান, তাঁর ভাই অনিলের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ। তবে বাকি অভিনেতাদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি। অনিল ছাড়া কিয়ারার রিপোর্টও নেগেটিভ।

নীতু কাপুর শুটিং শুরুর আগে এক ভিডিও পোস্ট করে জানিয়েছিলেন যে তিনি করোনা পরীক্ষা করিয়েছেন। আর তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কিন্তু শুটিং শুরুর পরপর করোনায় আক্রান্ত হন তিনি।

'যুগ যুগ জিও' হালকা মেজাজের এক কমেডি ছবি। এই ছবির কিছু কলাকুশলীও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। সরকারের নিয়মমতো শুটিং শুরুর আগে সবার করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছিল। রাজ মেহেতা পরিচালিত এই ছবিতে নীতু কাপুরকে বরুণের মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে। পরিচালকসহ এই ছবির অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীরা করোনায় আক্রান্তের কারণে শুটিং অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

বলিউডে এর আগে অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক, ঐশ্বরিয়া, অর্জুন কাপুর ও তাঁর প্রেমিকা মালাইকা অরোরা, কণিকা কাপুর, কিরণ কুমার, সানি দেওল করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে বলিউডের বিশাল বাজারেও থাবা বসিয়েছে করোনা। করোনার সংক্রমণ রুখতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল ভারতের প্রেক্ষাগৃহ। মুক্তি পায়নি কোনো ছবি। ব্যয়বহুল শুটিং সেটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৪৫০ কোটি বাজেটের ছবিতে আমির

অফিসে আমির খানের পরবর্তী ছবি হতে চলেছে 'লাল সিং চড্ডা'। টম হাঙ্কস অভিনীত কালজয়ী হলিউড ছবি 'ফরেস্ট গাম্প'-এর অফিশিয়াল হিন্দি রিমেক এই ছবি। বলিউডের এই মিস্টার পারফেকশনিস্ট ভারতের বিভিন্ন শহরে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির প্রায় শেষ করেছেন। অদ্বৈত চন্দন পরিচালিত এই ছবিতে আমির খানের বিপরীতে দেখা যাবে কারিনা কাপুর খানকে। ২০২১ সালের বড়দিনে মুক্তি পাবে 'লাল সিং চাড্ডা'।

একের পর এক বলিউড তারকা বহু প্রতীক্ষিত 'আরআরআর' ছবিতে নাম লেখাচ্ছেন। আলিয়া ভাট, অজয় দেবগনের পর এবার আমির খানের নাম জুড়তে চলেছে এই ছবির সঙ্গে। জানা গেছে, আমিরের মতো সুপারস্টারকে পেয়ে দারুণ খুশি ছবির নির্মাতারা। 'বাহুবলী'খ্যাত পরিচালক এস এস রাজামৌলীর আগামী ছবি 'আরআরআর' ঘিরে উত্তেজনার পারদ ক্রমে বাড়ছে। দক্ষিণ ভারত আর বলিউডের বড় অভিনেতারা এই ছবির ক্যানভাসে আসতে চলেছেন। বলিউড থেকে আছেন অজয়, আলিয়া আর আমির। অন্যদিকে দক্ষিণের দুই সুপারস্টার জুনিয়র রামা রাও, রামচরণসহ আছেন আরও অনেকে। এমনকি মেগা বাজেটের এই ছবিতে একাধিক হলিউড তারকাকেও দেখা যাবে।প্রাথমিকভাবে নির্মাতারা এই ছবির বাজেট রেখেছেন ৪৫০ কোটি টাকা। প্রয়োজনে কোভিড---১৯-এর কারণে দীর্ঘ সাত মাস রাজামৌলির এই ছবির শুটিং বন্ধ ছিল। তবে অক্টোবরের শেষের দিক থেকে আবার শুটিং শুরু করেছেন নির্মাতারা। এই পিরিয়ড ড্রামাভিত্তিক ছবিতে তাঁরা অজয়, আলিয়ার পর আমিরকে আনতে পেরে খুশিতে আটখানা। তবে বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমিরকে 'আরআরআর' ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে না।

তাহলে এই ছবিতে আমির কী করতে চলেছেন? রাজামৌলীর এই ছবিতে আমির নেপথ্যকণ্ঠ দেবেন। আমির ভয়েস ওভারের মাধ্যমে জুনিয়র রামা রাও আর রামচরণের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করাবেন। শুধু ছবিতে নয়, ট্রেলারেও ব্যবহার করা হবে আমিরের কণ্ঠ। ১০টি ভাষায় মুক্তি পাবে 'আরআরআর' ছবিটি।বক্স

জনিকে বাদ দেওয়ায় খেপেছেন ভক্তরা

ব্যক্তিজীবনের কেলেঙ্কারি পেশাগত জীবনেও মারাত্মক প্রভাব ফেলে। তার মোক্ষম উদাহরণ হয়ে থাকবেন হলিউড তারকা জনি ডেপ। আদালতের রায় গেছে জনির বিপক্ষে আর সেদিনই, ২ নভেম্বর ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট সিরিজের তৃতীয় ছবি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দেওয়া হয় জনিকে। কালো জাদুকর গিলার্ট গ্রিন্ডেলওয়াল্ড হতে পারবেন না তিনি, জ্যাক স্প্যারো হিসেবেও দেখা যাবে না তাঁকে। অর্থাৎ পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান সিরিজ থেকেও বিদায় দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে কে করবেন জনির চরিত্রগুলো? ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, ক্যাসিনো রয়ালখ্যাত ড্যানিশ অভিনেতা ম্যাডস মিকেলসেনের গায়ে উঠবে গিলার্ট গ্রিন্ডেলওয়াল্ডের ওভারকোট। ওয়ার্নার ব্রসের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় সেটা।অন্যদিকে সাগরের সেই দুর্ধর্ষ জলদস্যু হবেন মার্গট রোবি। ক্যাপ্টেন জ্যাক স্পারো বলে কেউ থাকবেন না সেখানে! সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রে বোনা নতুন গল্প নিয়ে হাজির হবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন ছবি।

এর আগে কথা ছিল, ষষ্ঠবারের জ্যাক স্প্যারো হবেন জনির চেয়ে ২৪ বছরের ছোট জ্যাক এফ্রন। এই নিয়ে হয় বিস্তর সমালোচনা। বছরের পর বছর পর্দায় জ্যাকের ভূমিকায় অবিশ্বাস্য অভিনয় করেছেন জনি।

মনের সুখে বাসন ভাঙলেন সালমানের বোন

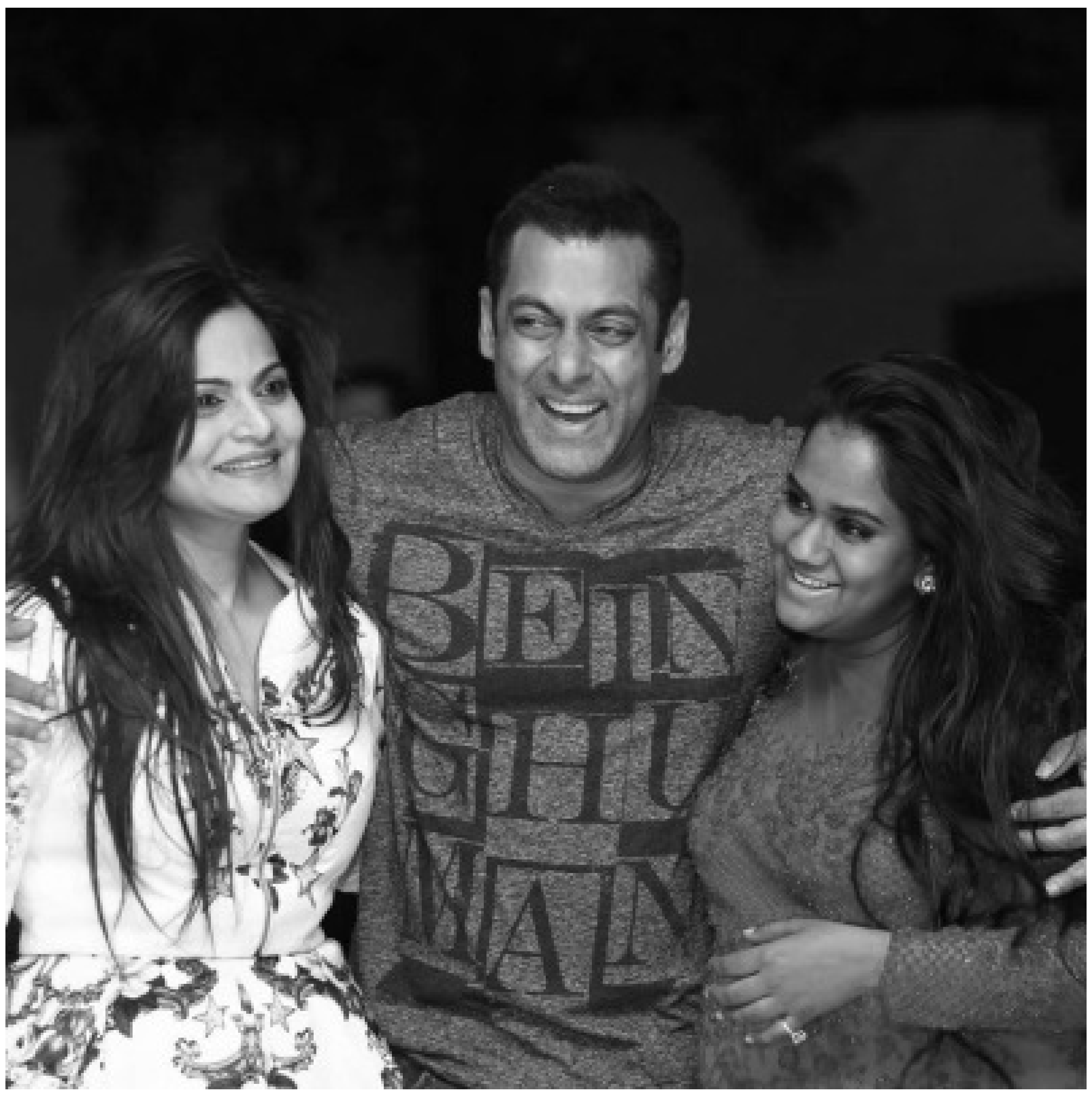

অশুভ আত্মা তাড়াতে গ্রিকরা বাসন ভাঙে। সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে বেশ কিছু গ্রিক রেস্তোরাঁ। সম্প্রতি সে রকম এক রেস্তোরাঁয় মনের সুখে কাচের বাসন ভাঙতে দেখা গেছে বলিউড তারকা সালমান খানের বোন অর্পিতা খান শর্মাকে। তাঁর সঙ্গে এ সময় ছিলেন দুই বান্ধবী।ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, তিন বান্ধবী মিলে গান গেয়ে, নেচে নেচে সাদা কাচের বাসন ভেঙে স্তূপ করে ফেলেছেন। কালো পোশাক পরা অর্পিতাকে সেই ভিডিওতে দেখে মনে হচ্ছিল, বাসন ভাঙার মতো আনন্দ জগতে আর হয় না। কয়েক সপ্তাহ আগেই অর্পিতা ও তাঁর স্বামী তাঁদের ষষ্ঠ বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছেন। এ উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজন দুজনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে তোলা বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে অর্পিতা লিখেছেন, 'বন্ধু থেকে বর হওয়ার স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলাম আমরা। ছয় বছর আগের সেই যাত্রায় একসঙ্গে জীবন বাজি ধরেছিলাম আমরা। প্রথমবারের মতো আমরা দিনটি একত্রে উদ্‌যাপন করতে পারছি না। কিন্তু তুমি তোমার স্বপ্নের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছ বলে আমার ভালো লাগছে। তোমাকে ভীষণ মিস করছি।' আয়ুশ নিজেও বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন নিজের ভালোবাসার কথা।

অর্পিতা সালমান খানের পালিত বোন। তবে খান পরিবারের প্রত্যেকের, বিশেষ করে সালমানের নয়নের মণি তিনি। ২০১৪ সালে ধুমধাম করে অর্পিতার বিয়ে দেয় খান পরিবার। বিয়ের অতিথি আপ্যায়নে দুই কোটি রুপি দিয়ে ভারতের হায়দরাবাদের ফালাকনুমা প্রাসাদ ভাড়া করেছিলেন সালমান। খান পরিবারের দুই ছেলে আরবাজ খান, সোহেল খান ও মেয়ে আলভিরার বিয়ের সময়ও এত খরচ হয়নি, যতটা তাঁরা অর্পিতার জন্য করেছেন। অর্পিতার স্বামী আয়ুশ শর্মা একজন ব্যবসায়ী। ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁরা বিয়ে করেন। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে।

জনি বা এমা-কাউকেই জায়গা দিচ্ছেন না মার্গো

মাত্র সাত বছরের হলিউডের ক্যারিয়ারে মার্গো রবির যে অর্জন, তা হলিউডের যেকোনো মহারথির জন্য ঈর্ষণীয়। ৩০ বছর বয়সে তিনি অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছেন দুবার। ২০১৯ সালের টাইম সাময়িকীর জরিপ অনুযায়ী, তিনি হলিউডের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী। কোনো তারকাই টিকে থাকতে পারছেন না মার্গোর অভিনয়ের দাপটের কাছে। পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান ছবির পরের ছবিতে জনি ডেপের জায়গায় দুর্ধর্ষ জলদস্যুরূপে দেখা যাবে মার্গো রবিকে। পুরুষ যদি জলদস্যু হয়, নারী কেন নয়! ড্যামিয়েন শ্যাজেলের লা লা ল্যান্ড সিনেমায় অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রীর অস্কার স্পর্শ করেছিলেন এমা স্টোন।

ব্যাবিলন নামের ওই ছবিতে মার্গো পর্দা ভাগাভাগি করবেন ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড ছবির সহশিল্পী ব্রাড পিটের সঙ্গে। এখানে মার্গোকে দেখা যাবে হলিউডের সাদাকালো যুগের নায়িকা ক্লারা বোর ভূমিকায়। অন্যদিকে পিটকে দেখা যাবে নির্বাক যুগের হলিউড অভিনেতা জন গিলবার্টের চরিত্রে। লা লা ল্যান্ড-এর মতো এই পিরিয়ড ড্রামা ছবিটিরও ১৮০ পৃষ্ঠার চিত্রনাট্য লিখেছেন শ্যাজেল। ছবির বাজেট ১০০ মিলিয়ন ডলার বা ৮৪৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা। ছবিটি পরিচালনা করবেন লা লা ল্যান্ড-এর প্রযোজক মার্ক

প্ল্যাট।এই মুহূর্তে মার্গো হলিউডের ব্যস্ততম তারকাদের একজন। মার্গো রবিকে এরপর দেখা যাবে পিটার র‍্যাবিট টু: দ্য রানওয়ে ছবিতে। এর আগে দ্য সুইসাইড স্কোয়াড ছবিতে অভিনয় করে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি।

রবিবার ডা. বি আর আম্বেদকরের প্রয়ান দিবেস এক আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জল্পনা জিইয়ে রেখে সাংবাদিক সম্মেলন স্থগিত করলেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): জল্পনা জিইয়ে রাখলেন পদত্যাগী মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট করার কথা থাকলেও ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর এদিন সাংবাদিক বৈঠক করবেন না তিনি। অর্থাৎ তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে তার অবসান না করে বরং নীরব থেকে সেই জল্পনা আরও খানিকটা উস্কে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

দলের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি হওয়ার পরেই একের পর এক দল বিরোধী মন্তব্য করেছেন তিনি। এমনকি সরকারি বিভিন্ন পদ সহ মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন। বরিষ্ঠ সাংসদ সৌগত রায়কে বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছেন একসঙ্গে কাজ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এরপর এই রবিবার নিজের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। সেদিকেই তাকিয়ে ছিল রাজনৈতিক মহল। তবে কৌতুহল আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে এদিনের সাংবাদিক বৈঠক প্রত্যাহার করেছেন এই পদত্যাগী মন্ত্রী।

শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে যখন জল্পনা চলছে তৃণমূলের অন্দরে তখন বিজেপির একপক্ষ আশা করছেন শুভেন্দু যদি তাদের দলে আসেন ভোটব্যাঙ্ক বাড়বে।পাশাপাশি তৃণমূলকে চাপে রাখা সম্ভব হবে।শুভেন্দু অধিকারী কোন পথে হাঁটবে সেই দিকেই তাকিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি। মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর শুভেন্দু তার অবস্থান খুব তাড়াতাড়ি স্পষ্ট করবেন এমনটাই আশা ছিল সকলের। কিন্তু সেই যবনিকার এত তাড়াতাড়ি পতন ঘটালেন না তিনি। অতএব তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান পরবর্তি পদক্ষেপ সম্পর্কে ধোঁয়াশা থেকেই গেল।

কয়লা চোর কে বললেই নাম আসে ভাইপোর, খোঁচা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স): রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে চলছে একুশের নির্বাচনের প্রস্তুতি। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। এরই মাঝে রবিবার রেড রোডে ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অবস্থানে বিজেপি। অবস্থান মঞ্চ থেকে ফের ভাইপো ইস্যু নিয়ে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের খোঁচা বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র।

কিছুদিনন আগেই ভাইপো ইস্যুতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজ্য রাজনীতি। কৈলাস বিজয়বর্গীয় নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাইপো বলে তোপ দেগেছিলেন। আর তারপর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে তৃণমূল। এরই মাঝে রবিবার বিজেপির অবস্থান থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, "বাংলায় বিজেপি করলেই অত্যাচার। কয়লা চোর কে? বললেই নাম আসে ভাইপোর। এখানে ভাইপোর সরকার চলছে। বালি চোর কে বললেই সবাই ভাইপোর নাম বলে। কয়লা মাফিয়া হিসাবে সবাই ভাইপোর নাম বলে। এখানে আম্বেদকরের নয় রাজ্য জুড়ে চলছে ভাইপোর সংবিধান ।ভাইপোর চশমার দাম ২৫ লক্ষ টাকা। ৭৫ হাজার টাকার জুতো পরেন ভাইপো। বাংলায় বিরোধীদের সম্মান নেই, দমনের চেষ্টা চলছে"।

কিছুদিন আগেই বিজেপিকে বহিরাগত বলে খোঁচা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এরপরেই এদিন বহিরাগত প্রসঙ্গ টেনে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, " দিদিমনির কাছে অনুপ্রবেশকারীরাই আপন। বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীর রাজ্যের লুটপাট চালাচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহিরাগত হলে রোহিঙ্গারা কি? বাংলায় তোষণের রাজনীতি চলছে। কিন্তু বাংলাকে বাঁচাতে প্রাণ দিচ্ছে বিজেপির নেতা কর্মীরা। বিজেপিকে দমন করার নীতি নিয়ে চলছে তৃণমূল। মমতার নাটক ধরে ফেলেছে মানুষ"।

এর পরেই কৃষি আইনের প্রসঙ্গ টেনে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, "কৃষি নীতি নিয়ে দ্বিচারিতা করছে মমতা।

আপনি দমনের চেষ্টা করলে পারবেন না। যে কোনও জায়গায় বাংলার কৃষকরা ফসল বিক্রি করতে পারেন। কেন্দ্রের একই আইন তাই মমতা দ্বিচারিতা করছে। বিজেপির সব শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবে। যেকোনও জায়গায় বাংলার কৃষকের ফসল বিক্রি করতে পারেন"।

কৃষকদের ডাকা ভারত বনধকে সমর্থন কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার দেশজুড়ে ভারত বনধের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলির। কৃষকদের ডাকা এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি, আরজেডি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলোর পর এই বনধকে সমর্থন জানাল কংগ্রেস।

রবিবার রাজধানী দিল্লিতে দলের সদর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পবন খেরা জানিয়েছেন, ৮ ডিসেম্বরের ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। ওইদিন দেশের মধ্যে থাকা কংগ্রেসের প্রতিটি দলীয় কার্যালয়ে থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। কৃষকদের জন্য রাহুল গান্ধীর সমর্থনকে শক্তিশালী করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ সাফল্যমন্ডিত করে তোলাই লক্ষ্য কংগ্রেসের।

দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পবন খেরা জানিয়েছেন, ভারতে কৃষকদের বিক্ষোভ সাক্ষী গোটা বিশ্ব থেকেছে। তীব্র শীতের রাতে রাজপথে বসে সরকারকে নিজেদের কথা শোনানোর জন্য কৃষকদের যে মরিয়া চেষ্টা সবাই দেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে কি করে তৈরি হল সেই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা জরুরী। করোনা মহামারীর মধ্যে জুন মাসে তাড়াহুড়ো করে অর্ডিন্যান্স জারি করে কেন্দ্র। নিজেদের কর্পোরেট বন্ধুদের খুশি করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র।

উল্লেখ করা যেতে পারে, শনিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে কৃষক সংগঠনের নেতাদের বৈঠক অমীমাংসিত থেকে যায়। নতুন তিনটি আইন বাতিলের দাবিতে অনড় থাকে কৃষক সংগঠনের নেতারা। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে নতুন তিনটি আইন সংশোধন করা হবে। কিন্তু বাতিল করা হবে না।

সমঝোতায় আসা উচিত কৃষকদের, দাবি জেডিইউ-র

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): দেশের অর্থনীতির স্বার্থে কৃষকদের উচিত মাঝামাঝি কোন শর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে নেওয়া। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন জেডিইউ মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ।

এদিন রাজীব রঞ্জন প্রসাদ জানিয়েছেন, দেশে কৃষি ব্যবস্থায় এমন একটি ক্ষেত্র যা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে সক্ষম। মধ্যপন্থা অবলম্বন করে দুই পক্ষকে সমঝোতায় আসা উচিত। নতুন আইনে যদি কোন সংশোধন প্রয়োজন হয় তার জন্য খসড়া প্রস্তাব করা হবে বলে অবস্থান স্পষ্ট করেছে কেন্দ্র। প্রয়োজন পড়লে কেন্দ্রের উচিত রাজ্য গুলির সঙ্গে কথা বলা।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৮ ডিসেম্বর দেশজুড়ে বনধের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির। এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, আরজেডি, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি, কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, বামপন্থী দলগুলো।

৮ ডিসেম্বর ভবানীপুরে গৃহ-সম্পর্ক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন জেপি নাড্ডা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের প্রস্তুতির জোরকদমে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে এবার শহরে আসছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে। জানা গিয়েছে,৮ ডিসেম্বর গৃহ-সম্পর্ক কর্মসূচিতে অংশ নিতে রাজ্যে আসছেন জেপি নাড্ডা।

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে। তবে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকায় ভাগ বসাচ্ছে বিজেপি। সূত্রের খবর, বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযানে ভবানীপুরে যাচ্ছেন জেপি নাড্ডা। নির্বাচনের আগে আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা নিয়ে ময়দানে নেমেছে রাজ্যের শাসক দল। ইতিমধ্যেই তৃণমূল নিয়ে এসেছে দুয়ারে দুয়ারে কর্মসূচি। আর তৃণমূলের দুয়ারে দুয়ারে কর্মসূচির পাল্টা গৃহ সম্পর্ক কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। আর এবার গৃহ সম্পর্ক কর্মসূচি নিয়েই ৮ ডিসেম্বর ভবানীপুরে দেখা যাবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে।

সামনের বছরে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি , চ্যালেঞ্জ মুকুলের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স): একুশের নির্বাচনের আগে ঠাঁসা কর্মসূচি বিজেপির। এরই মাঝে রবিবার ফের পথে বিজেপি। রেড রোডে ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অবস্থানে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।অবস্থান মঞ্চ থেকে বিজেপি নেতা মুকুল রায় দাবি করেন "সামনের বছরে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি"।

এদিন তৃণমূলকে এক হাতে নিয়ে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে মুকুল রায় বলেন, " সিএএ আইনের রূপায়ন শুরু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে। কয়েকদিন বাদেই বাংলায় ভোট। সকলে সেখানে অংশ নিন। ২০২১- র লড়াইয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতেই হবে। ২০০- রও বেশি আসনে বিজেপিকে জেতাতেই হবে। সামনের বছরেই ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। আগামীদিনে মাইক্রোস্কোপ পার্টিতে পরিণত হবে তৃণমূল। কারণ বাংলার অনিয়মটাই নিয়ম। আমরা ৪ পার্সেন্ট থেকে ৪১ পার্সেন্ট- এ পৌঁছেছি। তবে, যাকেই জিজ্ঞেস করছি সেই বলছে আর তৃণমূলকে দরকার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার মানে মানে বিদায় নিন। আমাদের কেউ বলছে সভা করতে দেবে না কেউ বলছে মঞ্চ বাঁধতে দেবে না কিন্তু তাতে কি ইতিহাসের দেওয়ালে সব কিছু লিখে রাখতে হবে। আর সেই দেওয়ালে লেখা আছে আগামী ২০২১- এ পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা উড়বে"।

অন্তিম যাত্রায় অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স): শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়। রবিবার হূদরোগে আক্রান্ত হয়ে চির নিদ্রায় ডুব দিলেন অভিনেতা। অভিনেতার মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। অন্তিম যাত্রায় অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।

১৯৩০ সালের ১ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন মনু মুখোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে ছিলেন থিয়েটারের প্রম্পটার। মনু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম অভিনীত ছবি মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে'। সেই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি ১৯৫৯ সালে মুক্তি পায়। অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের ছবিতেও। মর্জিনা আবদুল্লা, মৃগয়া, গণশত্রু, জয় বাবা ফেলুনাথের মতো একাধিক চলচ্চিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।রুপোলি পর্দার পাশাপাশি ছোটপর্দাতেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন তিনি।কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন অভিনেতা। অবশেষে শেষ রক্ষা হল না। রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন মনু মুখোপাধ্যায়। শেষযাত্রায় অভিনেতা। মনু মুখোপাধ্যায়ের শেষ যাত্রায় অংশ নেন গুণমুগ্ধরা। আর্টিস্ট ফোরামের তরফেই শেষকৃত্যের তদারকি করা হচ্ছে। রবিবারই কেওড়াতলা শশ্মানে অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

কৃষকদের ভারত বনধকে সমর্থন আপের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.):আগামী ৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার কৃষকদের ডাকা ভারত বনধকে সমর্থন জানাল আম আদমি পার্টি (আপ)। দলের নেতা গোপাল রাই নিজের টুইট বার্তায় রবিবার লিখেছেন, ৮ ডিসেম্বর কৃষকদের নেতৃত্ব ডাকা ভারত বনধকে সমর্থন করার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন আম আদমি পার্টির কনভেনার তথা মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশাপাশি দেশের সাধারণ জনগণকে ও কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করেছেন তিনি।

গোপাল রাই নিজের অপর একটি টুইট বার্তায় লিখেছেন, বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে কৃষকরা কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সরব। শীতের রাতে রাজপথে খোলা আকাশের নিচে কৃষকদেরকে ঘুমোতে বাধ্য করা হচ্ছে। আলোচনার নাম করে গোটা প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে সরকার। কৃষকরা যখন কৃষি আইনের প্রত্যাহারের দাবিতে সরব। তখন সরকারও এই আইনের ভালো দিকগুলো তুলে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কৃষকরা ফসল ফলায়। তারা ভাল করেই জানে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, আরজেডি, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি, বামপন্থী দলগুলোর পর এবার কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়াল আম আদমি পার্টি।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। উপত্যাকার পুঞ্চে বালাকোট সেক্টরে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং বসতিপূর্ণ গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে এই গোলাবর্ষণ করা হয়। মর্টার শেলিং এর পাশাপাশি ছোট ও মাঝারি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলে গোলাবর্ষণ। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। পাক গোলার আঘাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য নিরাপদ ব্যাংকারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ এই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন হয়। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। অন্যদিকে জানা গিয়েছে যে শনিবার গভীর রাতে কাঠুয়ায় আন্তর্জাতিক সীমানার কাছে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছিল পাকিস্তান।

রবিবার আগরতলায় হিন্দু যুব বাহিনীর উদ্যোগে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মনু মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিউড

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স): না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়। রবিবার সকালে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন মনু মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মনু মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড।

মনু মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জানান, "আরও একজন প্রিয় মানুষ মনু আঙ্কেলকে কেড়ে নিল ধ্বংসের বছরটা। জানি না এর শেষ কোথায়। পেশাদারি সম্পর্ক ছাড়াও পারিবারিক সম্পর্কও ছিল ওঁনার সঙ্গে"। অন্যদিকে মনু মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন " যেখানেই থেকো ভালো থেকো মনুজেঠু "।

১৯৩০ সালের ১ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন মনু মুখোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে ছিলেন থিয়েটারের প্রম্পটার। মনু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম অভিনীত ছবি মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে'। সেই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি ১৯৫৯ সালে মুক্তি পায়। অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের ছবিতেও। মর্জিনা আবদুল্লা, মৃগয়া, গণশত্রু, জয় বাবা ফেলুনাথের মতো একাধিক চলচ্চিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।রুপোলি পর্দার পাশাপাশি ছোটপর্দাতেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন তিনি।কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন অভিনেতা। অবশেষে শেষ রক্ষা হল না।রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন মনু মুখোপাধ্যায়।

সাম্যে ভরা গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন আম্বেদকর উপরাষ্ট্রপতি

চেন্নাই, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতীয় সংবিধানের স্থপতিকার ড় ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

রবিবার দুপুরে নিজের টুইট বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ভারতীয় সংবিধানের স্থপতিকার ড় ভীমরাও আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য রইল। সামাজিক ও আর্থিক দিক দিয়ে সাম্যে ভরা গণতন্ত্রের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব প্রত্যেকের। এদিন দক্ষিণের রাজ্য তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ের রাজভবনে আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপরাষ্ট্রপতি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবীদ, রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশকে ক্রমাগত সেবা করে গিয়েছিলেন ভীম রাও আম্বেদকর। দলিতদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন গোটা দেশজুড়ে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতিকার আম্বেদকর নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জুলাইয়ে হতে পারে বইমেলা, ইঙ্গিত গিল্ড সভাপতির

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): বইমেলার স্টলে এবার শুধু বই নয়, মিলতে পারে ভ্যাকসিনও। এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। করোনা আবহে বই মেলা পিছিয়ে যেতে পারে সেই ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। এবার আগামী বছর বইমেলায় জুলাইতে হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এখনও পর্যন্ত দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। করোনা কালে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে যদি করা সম্ভব না হয়, তাহলে জুলাইয়ে করতে হবে'। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন ভ্যাকসিন বেরনোর পরেই বইমেলার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হবে।দিনক্ষণ নির্ধারণ করতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন গিল্ড কর্তারা। করোনা টিকা বাজারে আসার পর বইমেলা হলে স্টলেই মিলতে পারে ভ্যাকসিন। এমনটা ইঙ্গিত দিয়েছেন দুই গিল্ড সভাপতি সুধাংশু দে ও ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, এ বছর বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের শতবর্ষ পূর্তি ও বাংলা ভাগের ৫০ বছর। ২০২১-এ বইমেলার থিম বাংলাদেশ হবে বলেই নির্ধারিত রয়েছে। প্রধান অতিথি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না তৃণমূল, হুঁশিয়ারি পার্থর

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স):রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে ইতিমধ্যেই বেজে গিয়েছে একুশের নির্বাচনের দামামা। রাজ্যের শাসক দল ও গেরুয়া শিবিরের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ঠেলাঠেলির খেলা। এরই মাঝে রবিবার বেহালা থেকে ”এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না তৃণমূল” নাম না করে বিজেপিকে কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের।
এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ” এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না তৃণমূল ।অনবরত কাজ করে চলেছে এই সরকার ।মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে আমাদের সবকিছু”। এরপরেই নতুন কর্মসূচি প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন,” শীঘ্রই শুরু হবে তৃণমূলের বঙ্গ ধবনি ধনী যাত্রা”।
এরপরে সিপিএম বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ” সিপিএমের বিরুদ্ধে আমরা যেমন লড়েছিলাম অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। আগের সিপিএম এখন গেরুয়া জামা পরেছে”।
বেহালা থেকে ক্লাবগুলোকে সরকারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ” সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে ক্লাবগুলোকে। শিক্ষকদেরও সাহায্য করতে হবে। দলাদলি নয় ভেদাভেদি নয়। এক রাখতে হবে আপনাদের সংসার। আপনাদের মুখ মমতার দল তৃণমূল বাণী উন্নয়ন”।

ভাঙা কাঁসির আওয়াজ বেশি, নাম না করে রাজীব বন্দোপাধ্যায়কে আক্রমণ অরূপ রায়ের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি স): সামনেই একুশের নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে চলছে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি। এরই মাঝে শনিবার দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যখন জল্পনা চলছে, তখনই উত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকা ঢাকল রাজীবের নামে পোস্টার-ফ্লেক্সে।
এরই মাঝে রাজ্যের শাসক দলের অন্দরেই তরজা তুঙ্গে ।রবিবার ”ভাঙা কাঁসির আওয়াজ বেশি” বলে নাম না করে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় খোঁচা অরূপ রায়ের ।রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে অরূপ রায়ের দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে ।রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে অরূপ রায় আরও বলেন, ”চোরের মায়ের বড় গলা। যারা যত বেশি ব্ল্যাকমেলার। ব্ল্যাকমেল করে বড় পদ পাওয়া। ভাঙা কাঁসির আওয়াজ বেশি বলে না।

আহ্বান

তিনের পাতার পর
বলেন, ভারতে প্রায় ৫০-এর বেশি লোকসভা ও রাজ্যসভায় জন্মসূত্রে বাঙালি প্রতিনিধি থাকার পরও এই জনগোষ্ঠীয়দের ওপর নির্যাতনের কোনও আওয়াজ আইনসভায় শোনা যায় না। যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। তাই তিনি সতর্ক করে আগামীতে বিধানসভা এবং লোকসভায় বাঙালি-দরদি প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তিনের পাতার পর
স্থানে শববাহী শকট থামিয়ে প্রথমে স্বজনগোষ্ঠীর মানুষজন তাঁদের রীতি অনুযায়ী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি অমিতাভ দে, বালিপিপলা জিপি সভাপতি মিলনকুমার দাস, পাথারকান্দি কংগ্রেসের যুবনেতা শচিন সাহু, বরাকভ্যা লি এমএসএফ-এর ইনচার্জ বদরুল হক সহ বহু মানুষ এক এক শবদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে মৃত দম্পতিকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংবিধান নির্মাণে আম্বেদকরের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা তথা বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ড় ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকরের ৬৪ তম প্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, প্রয়াণ বার্ষিকীতে ড় বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্মরণে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। ভারতের সংবিধানের নির্মাণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিজের অপর একটি টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ৬ ডিসেম্বর রাজ্যজুড়ে সাঁওতাল দিবস পালন করা হচ্ছে। বাংলা একটি বিখ্যাত গান রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। আমরা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে বিশ্বাস করি।
উল্লেখ করা যেতে পারে সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবীদ, রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশকে ক্রমাগত সেবা করে গিয়েছিলেন ভীম রাও আম্বেদকর। দলিতদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন গোটা দেশজুড়ে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতিকার আম্বেদকর নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

উত্তর বঙ্গে কমলেও দক্ষিণ বঙ্গে এখনই নামছে না পারদ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর(হি. স.): মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে পারদ নামলেও দক্ষিণবঙ্গে আপাতত তাপমাত্রা কমার কোন সম্ভাবনা নেই। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই সঙ্গে সিকিম ও সংলগ্ন এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
চলতি বছর বঙ্গোপসাগরে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হয়েই চলেছে। বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফানের ক্ষত মিলিয়ে যাওয়ার আগেই নিভার এসে তার তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়ে গেছে। সেই নিভার যেতে না যেতেই আবারও এক ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল বঙ্গোপসাগরে, যার অভিমুখ ছিল তামিলনাড়ু উপকূল। এই বুড়েভি ঘূর্ণিঝড় অবশেষে নিজের শক্তি হারিয়ে তামিলনাড়ু উপকূলে নিম্নচাপ রূপে অবস্থান করছে। ধীরে ধীরে আরও ক্ষয় হবে এই ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি।
এদিকে রাজ্য জুড়ে ভোর এবং রাতের দিকে হালকা শীতের আমেজ টের পেলেও, বেলা গড়াতেই তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। দক্ষিণবঙ্গের আগামী দু-তিন দিন ঘন কুয়াশার সর্তকতা ।বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা সংলগ্ন জেলাগুলিতে কুয়াশার মাত্রা বেশি হবে ।তাপমাত্রা খুব একটা হেরফের হবে না দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী চার পাঁচ দিন। রাতের তাপমাত্রা না কমায় শীতের আমেজ কিছুটা কমবে। তবে বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে।
রবিবার কলকাতায় সকালে মেঘমুক্ত আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৯ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি উপরে। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রী। সেটাও ২ ডিগ্রি উপরে। বাতাসের সর্বোচ্চ জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৯৮ শতাংশ।

উত্তর কলকাতাজুড়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পোস্টার ঘিরে নতুন জল্পনা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর(হি. স.): বিধানসভা নির্বাচনের আগে ক্রমশ অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্যের শাসক দল। শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এর নামে পোস্টার পড়ল উত্তর কলকাতা জুড়ে। আর এর জেরেই ফের অস্বস্তিতে পড়েছে শাসক দল। শনিবার টালিগঞ্জের এক রাজনৈতিক সভা থেকে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, 'স্তাবকতা করতে পারলেই রাজনীতিতে টিকে থাকা যায়। যারা যোগ্যতার সাথে কাজ করছেন তাঁদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। উল্টে এসি ঘরে বসে রাজনীতি করা মানুষরাই আজ সামনের সারিতে উঠে এসেছেন'। মন্ত্রীর এ হেন মন্তব্যের পর জল্পনা শুরু হয়েছে তাহলে কি এবার শুভেন্দু অধিকারীর পর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এর পালা?
এই জল্পনাকে উস্কে দিয়ে ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই উত্তর কলকাতাজুড়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এর নামে পোস্টার পড়া শুরু হল। দেখা গিয়েছে গিরিশ পার্ক, শ্যামবাজার, হাতি বাগান সহ বিভিন্ন এলাকায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে পোস্টার পড়েছে। সেখানে লেখা রয়েছে 'কাজের মানুষ কাছের মানুষ। ছাত্র যুবর নয়নের মণি'।
এর আগে উত্তর কলকাতার এই সমস্ত এলাকাতেই শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে পোস্ট করতে দেখা গিয়েছিল। ওই একই জায়গায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে পোস্টারে স্বাভাবিকভাবে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত ইদানিং বৈশালী ডালমিয়া, শীলভদ্র দত্ত, অতীন ঘোষ সহ একাধিক নেতার গলায় বেসুরো সুর শোনা গেছে। এর পরে গতকাল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। যদিও গতকাল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অতীন ঘোষ এর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অস্বস্তি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানিয়েছেন, 'বড় সংসার এমন মান-অভিমান থাকে'।

চিকিৎসকের মৃত্যু

তিনের পাতার পর
হয়ে মৃত্যু হল ব্যারাকপুরের বাসিন্দা এক চিকিৎসকের।
দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল সকলে। কিন্তু এরই মাঝে ক্রমাগত রোগীদের সেবায়রত চিকিৎসকরা। কিন্তু তবুও করোনা হানা অব্যাহত চিকিৎসকদের শরীরে। এরই মাঝে এবার করোনা মুক্ত হয়ে ও শেষ রক্ষা হল না। মৃত্যু হল আরও এক চিকিৎসকের। সল্টলেক আমরি হাসপাতাল দু''মাস চিকিৎসার পরে মৃত্যু হল চিকিৎসক অনাদিনাথ বিশ্বাসের। অনাদিনাথ বিশ্বাস ব্যারাকপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

শক্তিশালী হয়েছে

দুইয়ের পাতার পর
নতুন একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন, তখন ইউএই-র তরফে আমাদের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। গত কয়েক মাসে, সব ক'টি উপসাগরীয় দেশ তাদের দেশে অবস্থান রত ভারতীয়দের প্রতি গভীর যত্ন নিয়েছে এবং যারা অতিমারির কারণে ভারতে ফিরে আসতে চাইছিলেন তারা যাতে ঠিকঠাকভাবে ফিরতে পারেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল।
উপসাগরীয় অঞ্চল হল শক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতের জন্য এক বিশ্বস্ত অংশীদার, পক্ষান্তরে ভারত সংযোজিত করছে ওই অঞ্চলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা। তবে, আমাদের সম্পর্ক স্রেফ বিনিময় মুল্যের ভেতর সীমাবদ্ধ নেই, বরং অনেক উর্দ্ধে তা চালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং উপসাগরীয় নেতৃত্ব এক সভ্যতার যোগসূত্র করে চলেছেন যার উপর বছরের পর বছর ধরে মরিচার আস্তরণ জমা হচ্ছিল।

শিলিগুড়িতে অপ্রত্যাশিত রেল অবরোধে আটকে পড়া পরীক্ষার্থীদের আবার নেওয়া হবে ক্লার্ক শিপ পরীক্ষা

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার রাজ্য সরকারের ২০১৯ সালের ক্লার্ক শিপের দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা ছিল। তবে শিলিগুড়িতে অপ্রত্যাশিত রেল অবরোধের কারণে বহু পরীক্ষার্থী পৌঁছতে পারেনি। এবার সেই সব পরীক্ষার্থীদের আরও একটি সুযোগ দেওয়ার আবেদন করল রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর।
এদিন রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে টুইট করে এই আবেদন করা হয়। টুইটারে তারা লেখে, 'আজ অপ্রত্যাশিত রেল অবরোধের কারণে শিলিগুড়িতে ক্লার্কশিপ ২০১৯ এর পার্ট ২ পরীক্ষা মিস করা পরীক্ষার্থীদের প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে পিএসসি। যেসব পরীক্ষার্থী আজ পরীক্ষা দিতে যেতে পারেনি তাদের জন্য শীঘ্রই আরও একটি সুযোগ দিতে রাজি হয়েছে পিএস সি'।
অন্যদিকে, এদিন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ ক্লার্কশিপ পরীক্ষার জন্য মেট্রো সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ঐদিন ৬৮ টি মেট্রোর বদলে চলবে ৭৪টি মেট্রো। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, রবিবার প্রথম মেট্রো কবি সুভাষ থেকে ছাড়বে সকাল ১০টার বদলে ছেড়েছে নটার সময়। অন্যদিকে নোয়াপাড়া থেকে ১০টা ১৩ মিনিটের বদলে ৯টা ১৩মিনিটে চলেছে প্রথম মেট্রো। এদিকে দিনের শেষ মেট্রো কবি সুভাষ এবং দমদম থেকে ছাড়বে রাত ৯টায়। একইভাবে নোয়াপাড়া থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে ৮টা ৫৩ মিনিটে।
মেট্রো কর্তৃপক্ষ একইসঙ্গে জানিয়েছে, রবিবার পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনরকম ই পাস বুক করার প্রয়োজন হবে না। সেক্ষেত্রে গেটে প্রবেশের সময় তাদের পরীক্ষার এডমিট কার্ড প্রমাণস্বরূপ হিসেবে দেখাতে হবে।

সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স দের হোটেলে বিনামূল্যে থাকার সুবিধা প্রত্যাহার করল সরকার

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর(হি. স.): লকডাউন এবং করোনা আবহে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে রাজ্য সরকারের। সেই খরচ কমাতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। এই লকডাউন পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং নার্সরা নিজেদের সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কাছাকাছি হোটেলে বিনামূল্যে থাকার সুবিধে পেতেন। এবার থেকে সেই সুবিধা প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার।
করোনা আবহে সরকারি চিকিৎসক এবং নার্সদের জন্য হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় হোটেলে বা কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা করেছিল সরকার। এখানে তাদের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওই সময় লকডাউন থাকায় যানবাহনের সমস্যার কারণে তাদের দৈনিক যাতায়াতে অসুবিধা হতো। এছাড়াও হাসপাতালে কর্মরত হওয়ার কারণে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কায় তারা বাড়ি যেতেন না। সবকিছু সমস্যার কথা মাথায় রেখে হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট নিকটবর্তী হোটেল কোয়াটারে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল রাজ্য সরকার।
এরপরে শনিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয় এবার থেকে স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে এই সমস্ত সুবিধা প্রত্যাহার করা হলো। আগামী সপ্তাহ থেকে এই সুবিধা পাবেন না সরকারি করোনা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। আর্থিক দিকে সামাল দিতেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, এখন থেকে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের বাড়ি থেকেই হাসপাতালে যাতায়াত করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলার সরকারি করোনা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর(হি স): শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়। রবিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ছেড়ে পরলোকে গমন করলেন অভিনেতা। মনু মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার টুইট করে শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর।
মনু মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ” প্রবীণ থিয়েটার এবং চলচ্চিত্র অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত। আমরা তাকে টেলি-সম্মান পুরস্কার ২০১৫-তে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি। তাঁর পরিবার, সহকর্মীদের প্রতি আমার সমবেদনা”।
১৯৩০ সালের ১ মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন মনু মুখোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে ছিলেন থিয়েটারের প্রম্পটার। মনু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম অভিনীত ছবি মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে'। সেই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি ১৯৫৯ সালে মুক্তি পায়। অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের ছবিতেও। মর্জিনা আবদুল্লা, মৃগয়া, গণশত্রু, জয় বাবা ফেলুনাথের মতো একাধিক চলচ্চিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ।রুপোলি পর্দার পাশাপাশি ছোটপর্দাতেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন তিনি ।কিন্তুদীর্ঘদিন ধরে হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন অভিনেতা। অবশেষে শেষ রক্ষা হল না ।রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন মনু মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়

কলকাতা,৬ ডিসেম্বর (হি স): চলতি বছর একের পর এক এসেই চলেছে খারাপ খবর। ইতিমধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বহু অভিনেতা থেকে অভিনেত্রী। এরই মাঝে টলিউডে ফের নক্ষত্র পতন। রবিবার প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।
একদিকে করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর এরই মাঝে এসেই চলেছে একের পর এক খারাপ খবর। বহুদিন ধরে একচেটিয়া টেলিভিশনের পরিচিত মুখ হিসেবে রাজ করেছিলেন অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন অভিনেতা। অবশেষে শেষ রক্ষা হল না ।রবিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন মনু মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর ।মনু মুখোপাধ্যায় এর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড। রবিবারই কেওড়াতলা মহাশ্মশানে অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।
মনু মুখোপাধ্যায় প্রথম অভিনীত ছবি মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে'। সেই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি ১৯৫৯ সালে মুক্তি পায়। অভিনয় করেছেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের ছবিতেও। মর্জিনা আবদুল্লা, মৃগয়া, গণশত্রু, জয় বাবা ফেলুনাথের মতো একাধিক চলচ্চিত্রে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ।রুপোলি পর্দার পাশাপাশি ছোটপর্দাতেও নিয়মিত অভিনয় করেছেন তিনি।

তৃণমূলের পোস্টারে সুরাবর্দীর ছবি, কটাক্ষ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পোস্টারে হোসেন সুরাবর্দীর ছবি থাকা নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথাগত রায়। রবিবাসরীয় সকালে তথাগত রায় নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পোস্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির

বিনোদ

● **প্রথম পাতার পর**
বিজেপিতে মতভেদ রয়েছে এমনটা ধারণা করা উচিত হবে না।
সোনকরের দাবি, প্রভারির সাথে দেখা করার উৎসাহ প্রবল, তাতে স্পষ্ট বিজেপি, ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাছাড়া বিধায়কদের সাথে সংগঠন এবং সরকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি পুনরায় জোর গলায় বলেন, বিজেপি একমাত্র দল যেখানে কথা বলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এদিন তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সফরকালে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় বিজেপি দলে এবং রাজ্য সরকারে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে।

সংবর্ধনা

● **প্রথম পাতার পর**
দেব পারমিতা ঘোষের বাড়িতে যান।পারমিতা ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তার বাবা মাকে সম্মান জানানো হয়।এদিকে এ সম্মান পেয়ে পারমিতা মা বাবা অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করেন।এ ব্যাপারে আইনজীবী ভাস্কর দেব জানান পারমিতা সাফল্যের জন্য তার মা বাবা ও প্রচণ্ড পরিশ্রম করে।তাই পারমিতা মা-বাবাকেক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয়েছে।পাশাপাশি আইএএস শতাব্দি মজুমদারের মা বাবাকেও সম্মান জানানো হয়। এদিকে পারমিতা ঘোষ তার মা-বাবাকে সম্মান দেওয়াতে অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করেন।পারমিতা ঘোষ আরো জানান তার সাফল্যের পেছনে তার মা বাবার অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে।

মানুষ

● **প্রথম পাতার পর**
নিজে অল্প বিস্তর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সব মিলিয়ে শনিবার রাতে বন্যহাতির দলের উন্মুক্ত তাণ্ডবের ধ্বংসলীলায় মধ্য কৃষ্ণপুর পূর্ব পাড়া এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ১০ থেকে ১২ লক্ষাধিক টাকা।
এলাকাবাসীর অভিযোগ করে বলেন, বনদপ্তরের কর্মী বাবুদের খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় এক থেকে দুই ঘন্টা পর। তাদের কাছে এলাকাবাসীরা নিশ্চয়তার আশ্রয় চাইলে তারা গ্রামবাসীদের সামনে এগিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের পেছনে লুকিয়ে ঢাল তলোয়াল-হীন নিধিরাম র্সদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাছাড়া এলাকাবাসী আরো অভিযোগ করে, তারা নাম কি বাস্তে ১-২ প্যাকেট বাজি নিয়ে হাতি তাড়াতে আসে। আর ১-২ প্যাকেট বাজি শেষ হয়ে গেলে তারা অফিস মুখী হতে ব্যস্ত হয়ে পরে। তাছাড়া এলাকার মানুষজন যখন বনদপ্তরের কর্মী বাবুদের এলাকার সুরক্ষার কথা চিন্তা করে একটি অস্থায়ী হাতি তাড়ানোর জন্য ক্যাম্প বসানোর কথা বলে তখন বনদপ্তরের কর্মী বাবুরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দোহাই দিয়ে দায়সারা মনোভাব নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কেটে পরে।বনদপ্তরের এরকম ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে ওই এলাকার মানুষজন।
জানা যায়, কিছুকাল পূর্বে বর্তমান বন মন্ত্রী চামপ্লাই এলাকায় হাতি তাড়ানোর জন্য একটি অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে দিয়ে গেলেও কথা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গুলোতে আরো ক্যাম্প বসানো হবে।কিন্তু, এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি, মন্ত্রী বাহাদুরের কথাই শুধু সার।
এখন এই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার এলাকাবাসীরা চাইছে, ২০০২ সালে একবার পোষ্য হাতি দিয়ে বন্য দাঁতাল হাতি গুলিকে তাড়ানো হয়েছিল সেই পন্থাই যেন আবারো অবলম্বন করে রাজ্য সরকারের বনদপ্তর নতুবা এলাকাবাসীদের সুরক্ষার স্বার্থে এলাকায় অস্থায়ী হাতি তাড়ানোর জন্য ক্যাম্প তৈরি করে দেওয়া হোক।
এখন দেখার বিষয়, এই গ্রামীণ এলাকার সহজ-সরল মানুষজনদের কথা রাজ্যের বনদপ্তর কতটুকু চিন্তাভাবনা করে। সেদিকেই তাকিয়ে এখন এসকল গ্রামীণ এলাকার সহজ সরল গ্রামীণ এলাকার মানুষজনেরা।

বিজ্ঞপ্তি

● **প্রথম পাতার পর**
এই আদেশ জারি করা হয়েছে। এই আদেশে বলা হয়েছে, সমস্ত সরকারি কর্মচারী, সরকারি অধিগৃহীত সংস্থা এবং এ জাতীয় সংস্থার কর্মচারীগণ এদিন তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখবেন। সরকারি কর্মচারীগণ ও সরকারি অধিগৃহীত সংস্থা এবং এ জাতীয় সংস্থার কর্মচারীগণ এই আদেশ অমান্য করলে তা কঠোরভাবে দেখা হবে।

সংগঠন

● **প্রথম পাতার পর**
নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচনা হয় আসন্ন পুর নিগম নির্বাচন এবং এডিসি নির্বাচনে দলের যুব কর্মীদের কি ভূমিকা থাকবে। এবং কিভাবে রণকৌশল সাজাতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানান তিনি। যাতে করে আগামী দিনে রাজ্যে যুব কংগ্রেস দ্বারা দল মজবুত হতে পারে।

সামাজিক

● **প্রথম পাতার পর**
অনস্বীকার্য। বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস সাংবাদিকদের বলেন, সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এবং তাদের অধিকার রক্ষার কাজে ড় বি আর আম্বেদকর কাজ করে গেছেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিল্পীরা ভজন ও রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন।

বিদ্রোহীরা

● **প্রথম পাতার পর**
সাথে ছিলেন, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী সহ বিজেপির প্রবীণ নেতৃত্ব।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**
তদন্তে জানা গেছে কানাই দেব দীর্ঘদিন থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। অনেক সময় পরিবারের কাউকে কিছু না বলে এদিক সেদিক চলে যেতে।

করোনায় আক্রান্ত পারুপল্লি কাশ্যপ সহ চার ব্যাডমিন্টন তারকা

হায়দরাবাদ, ৬ ডিসেম্বর(হি.স.): করোনায় আক্রান্ত হলেন সাইনা নেহওয়ালের স্বামী তথা ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা পারুপল্লি কাশ্যপ। কাশ্যপের পাশাপাশি আরও তিন ভারতীয় শাটলার এইচএস প্রণয়, আরএমভি গুরুসাইদত্ত ও প্রণব জেরি চোপড়াও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে সাইনার।
কোনও তারকার শরীরেই করোনার উপসর্গ ছিল না। তবে বর্তমানে নিয়ম মেনেই সেলফ আইসোলেশনে রয়েছেন তাঁরা। সোমবার ফের তাঁদের দ্বিতীয় টেস্ট করা হবে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে করোনার প্রথম রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আবার পরের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে রিপোর্ট নেগেটিভ। সেই কারণেই চিকিৎসকরা সোমবার দ্বিতীয় টেস্ট করানোর পরামর্শ দিয়েছেন।
গত ২৫ নভেম্বর হায়দরাবাদে গাঁটছড়া বাঁধেন গুরুসাইদত্ত। তার জন্য ছুটি নিয়েছিলেন তিনি। বাকিরা সে সময় ট্রেনিংয়ের জন্য ছিলেন গোপীচাঁদ অ্যাকাডেমিতেই। তবে গুরুসাইদত্তের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও। তাই ট্রেনিংয়ে যোগ দেওয়ার আগে আগাম সতর্কতা হিসেবেই আরতি-পিসিআর টেস্ট হয় তাঁদের। আর সেখানেই চারজনের করোনা ধরা পড়ে। তবে গুরুসাইদত্তের স্ত্রী অমূল্যা গুলাপল্লি এবং সাইনার রিপোর্ট নেগেটিভই এসেছে। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই বাকিরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা বোঝা যায়নি। তবে আপাতত এর জন্য বন্ধ সমস্ত ট্রেনিং। দ্বিতীয় রিপোর্ট দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পরে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন কোহলিরা

প্রশ্নটা উঠবেই। সেটা ঠাট্টাচ্ছলে হোক, কিংবা না হোক। অবশ্য প্রশ্ন ওঠার পেছনে ডার্সি শর্টের 'ভূমিকা' আছে বৈকি !খোলাসা করে বলা যাক। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের তখন সপ্তম ওভার চলছে। ভারতের দেওয়া ১৬২ রানের লক্ষ্যে বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিলেন দুই ওপেনার অ্যারন ফিঞ্চ ও ডার্সি শর্ট। ওপেনিং জুটি ভাঙার জন্য শামি, নটরাজন, চাহার, সুন্দরএকের পর এক বোলারকে ব্যবহার করেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। লাভ হচ্ছিল না। হঠাৎ চাহারের একটা খাটো লেংথের বল খেলতে গিয়ে আকাশে তুলে দিলেন শর্ট। বলের নিচে যাওয়ার জন্য এন্তার সময় পেলেন কোহলি, সময় পেলেন নিজেকে প্রস্তুত করার। কিন্তু আসল সময়েই গড়বড় করে ফেলেন। ফেলে দিলেন ক্যাচ! শর্টের রান তখন ১৫ বলে ১৮। নতুন জীবন পেয়ে তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেননি শর্ট। ইনিংসজুড়ে সংগ্রাম করেছেন রান তোলার জন্য। শেষমেশ অভিষিক্ত নটরাজনের বলে হার্দিক পান্ডিয়ার হাতে ক্যাচ দেওয়ার আগে ৩৮ বলে ৩৪ রান করেছেন। বলা বাহুল্য, ইনিংসটা মোটেও টি-টোয়েন্টিসুলভ ছিল না। শর্ট যদি এত বল নষ্ট না করতেন, শেষ দিকে রান তোলার জন্য শন অ্যাবট কিংবা মিচেল সোয়েপসনরা আরও কয়েকটি বল পেতেন হয়তো! শেষমেশ ১১ রানে জিতে যায় ভারত। শর্টের ক্যাচ ফেলা থেকে শুরু করে ম্যাচ জেতা, গোটা ব্যাপারই সাবেক অস্ট্রেলীয় স্পিনার ব্র্যাড হগের কাছে এক মহাপরিকল্পনার অংশ বলে মনে হচ্ছে! প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য কোহলির আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাএসব নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। এ ম্যাচেও জেতার জন্য কোহলি ইচ্ছা করে ক্যাচ ফেলেছেন বলে মনে করছেন হগ। বলা বাহুল্য, সেটা ঠাট্টা করেই বলেছেন সাবেক এই স্পিনার। অবশ্য ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথাটার পেছনে যুক্তিও দিয়েছেন হগ। নিজের ম্যাচ শেষে টুইটারে লিখেছেন, 'কৌশলগত কারণে ক্যাচ ফেলল কোহলি। এরপর ২৩ বল খেলে মাত্র ১৬ করেছে শর্ট!'আগামীকাল সিডনিতে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলতে নামবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া।

৬০০ দিন পর ফেদেরার রোল নম্বর পাঁচ

সেই যে জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে নোভাক জোকোভিচের কাছে হেরেছিলেন; তারপর থেকে টেনিস কোর্টে আর রজার ফেদেরারের দেখা মেলেনি। করোনাকে পাশ কাটিয়ে ইউএস ওপেন হয়েছে, ফ্রেঞ্চ ওপেন হয়েছে, এখানে-সেখানে এটিপি টেনিস টুর্নামেন্ট চলছে, কিন্তু ফেদেরার ঘরে বসে। হাঁটুতে যে চোট সুইস টেনিস কিংবদন্তির! দুবার অস্ত্রোপচারের ধকলও সামলে এই কদিন হলো আবার অনুশীলনে ফিরেছেন।লম্বা এই বিরতির প্রভাব তাঁর ৩৯ বছর বয়সী শরীরে, তাঁর টেনিসে কতটা পড়েছে, সেটা ফেদেরার আবার কোর্টে ফেরার পর বোঝা যাবে। তবে ধাক্কাটা ফেদেরারের টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে পড়েছে ঠিকই। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে তো তিনি অনেক দিন ধরেই নিয়মিত নন, এই বয়সে জোকোভিচ-নাদালদের সঙ্গে লড়ে ফেদেরারকে শীর্ষে দেখার প্রত্যাশাই ভুল। দুই নয়তো তিন, অথবাবছর দুয়েক ধরে র‍্যাঙ্কিং টেবিলে এর মধ্যেই ঘোরাঘুরি চলছিল ফেদেরার। কিন্তু আগামী সোমবার প্রকাশিতব্য র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁকে চার নম্বর থেকেও সরিয়ে দিতে যাচ্ছেন দানিল মেদভেদেভ।প্যারিস মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে গতকাল আর্জেন্টাইন দিয়েগো শোয়ার্টজমানকে ৬-৩, ৬-১ গেমে হারিয়েই ফেদেরারকে টপকে যাওয়া নিশ্চিত করেছেন রাশিয়ার মেদভেদেভ। সময়ের হিসাবে ১ বছর ৮ মাস পর র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা চারে থাকছেন না ফেদেরার। দিনের হিসাবে ঠিক ৬০০ দিন পর এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাঁর। সেরা চারের বাইরে ফেদেরার সর্বশেষ ছিলেন গত বছরের ১৮ মার্চ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে। আর সেরা চারের বাইরে থেকে মৌসুম শেষ করার অভিজ্ঞতা ফেদেরারের হতে যাচ্ছে ২০১৬ সালের পর এই প্রথম।তবে শুধু পাঁচে নেমে যাওয়াই নয়, সাতে থাকা আলেক্সান্ডার জভেরেভও এখন ফেদেরারকে হুমকি দিচ্ছেন ছয়ে নামিয়ে দেওয়ার। গতকাল স্তানিসলাস ভাভরিঙ্কাকে হারিয়ে প্যারিস মাস্টার্সের সেমিফাইনালে উঠেছেন জভেরেভও। ২৩ বছর বয়সী জার্মান আজ সেমিফাইনালে খেলবেন রাফায়েল নাদালের বিপক্ষে। এই টুর্নামেন্টের পর ১৫-২২ নভেম্বর লন্ডনের ওটু অ্যারেনাতেও খেলবেন জভেরেভ। সেখানে আরও পয়েন্ট পেয়ে তাঁর সামনে থাকা সিৎসিপাসকে টপকানোর সুযোগ তো আছেই, টপকে যেতে পারেন ফেদেরারকেও।ফেদেরারের র‍্যাঙ্কিংয়ে পতন যদি হয় টেনিস-ভক্তদের জন্য মন খারাপ করা খবর, তবে আগামী সোমবারের র‍্যাঙ্কিং নোভাক জোকোভিচের ভক্তদের জন্য নিয়ে আসবে আনন্দের বার্তা। বছরটা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকেই শেষ করতে যাচ্ছেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা, তাতে একটা রেকর্ডও ছুঁয়ে ফেলতে যাচ্ছেন। ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৮ সালের পর ২০২০এ নিয়ে ছয়বার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করতে যাচ্ছেন 'জোকার'যে কীর্তি ফেদেরার-নাদালেরও নেই। এর আগে ছেলেদের টেনিসে শুধু একজনই ছয়বার বছর শেষ করেছিলেন র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকেজোকোভিচের ছোটবেলার নায়ক পিট সাম্প্রাস। ফেদেরার ও নাদাল সবার ওপরে থেকে বছর শেষ করেছেন পাঁচবার করে।

এ তো বছরটা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকে শেষ করার খবর। হিসাবটা যখন সপ্তাহের হবে, সেখানেও ফেদেরারের জন্য হুমকি হয়ে আসছেন জোকোভিচ। টানা সবচেয়ে বেশি সপ্তাহ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকার রেকর্ডটা ফেদেরারেরই, কিন্তু টানা ৩১০ সপ্তাহ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকার সেই রেকর্ড নিয়ে এখন টানাটানি। আগামী ৮ মার্চ পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকলেই ফেদেরারের রেকর্ডটা পেরিয়ে যাবেন জোকোভিচ।

তবে র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা বিশে থাকার রেকর্ড হিসাব করলে ফেদেরার এখনো অদ্বিতীয়। এ নিয়ে ১০০০ সপ্তাহ র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা বিশে থাকছেন ফেদেরার, যে রেকর্ড ছেলেদের টেনিসে আর কারও নেই। দুইয়ে থাকা আন্দ্রে আগাসির চেয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম ২০-এ ১৩২ সপ্তাহ বেশি থাকছেন ফেদেরার। আর সেরা দশে থাকার হিসাব করলে ১০০০ সপ্তাহ সেরা দশে থাকার কীর্তি ছুঁতে আর ৮১ সপ্তাহ বাকি ফেদেরারের।

তত দিন পর্যন্ত ফেদেরার খেলবেন? তাঁর অবসর নিয়ে প্রশ্ন তো নিয়মিতই ওঠে। তবে দুদিন আগে সুইস কিংবদন্তি জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমি কোনোভাবেই এখন অবসর নেব না। গত সপ্তাহেও অনুশীলন করেছি, জানুয়ারির শুরুতে আমি কোর্টে থাকব আশা করি। এখনো মনে হচ্ছে আমার মধ্যে এখনো কিছু টেনিস বাকি আছে।'

গতকালই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা ছবি দিয়েছেন 'ফেডেক্স।' সুইজারল্যান্ডে সবুজ-সুন্দরে ঘেরা এক টেনিস কোর্টে অনুশীলন চলছে তাঁর। ক্যাপশনে ফেদেরার লিখেছেন, 'কাজে ফিরেছি!' রেকর্ড লক্ষ্য? আগামী ১৮ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। কদিন আগে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে ফেদেরারের ২০ গ্র্যান্ড স্লামের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন রাফায়েল নাদাল, ফেদেরার নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জিতে আরেকটু এগিয়ে যেতে চাইবেন।

টেনিস এসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন এর সদ্য প্রয়াত সভাপতি অরুণ কান্তি ভৌমিক এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবছর থেকে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন "অরুণ কান্তি ভৌমিক মেমোরিয়াল স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছিল এবং লকডাউনে অনলাইন এ রাজ্যের বিভিন্ন খেলার খেলোয়াড়দের মধ্যে ফিটনেস ও কন্ডিশনিং নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ বিজয়ীদের আজকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়।উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিটিডিসি র চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা এবং অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার।। স্বাগতিক ভাষন দেন সুজিত রায়।তারপর একে একে বক্তব্য রাখেন সন্তোষ সাহা এবং দীপা কর্মকার।এরপর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সন্তোষ সাহা, দিপা কর্মকার, এসোসিয়েশন সচিব সুজিত রায়, সহ সচিব তড়িৎ রায় ও অরূপ রতন সাহা এবং সহসভাপতি প্রনব চৌধুরী মহোদয়।

'সেঞ্চুরি' করেই গোলখরা কাটালেন এমবাপ্পে

১৪ দিন, ম্যাচের হিসাবে ৩ ম্যাচ। একই জায়গায় আটকে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। অবশেষে সেই জায়গা থেকে মুক্তি মিলেছে পিএসজি স্ট্রাইকারের। পিএসজির হয়ে ৯৯ থেকে ১০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন গতকাল। প্যারিসের দলটির হয়ে ১০০তম গোলটি করার পর ফরাসি স্ট্রাইকার বলেছেন, তিনি যেন এত দিন পর মুক্তি পেলেন!

পিএসজির হয়ে এমবাপ্পে ৯৯তম গোলটি পেয়েছেন গত ২০ নভেম্বর, তাঁর সাবেক দল মোনাকোর কাছে ৩-২ গোলে হেরে যাওয়া ম্যাচে। এরপর থেকেই শুরু হয় আরেকটি গোলের অপেক্ষা। মাঝে কেটে গেছে ১৪ দিন। এই সময়ের মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলেছেন জার্মানির দল লাইপজিগ ও ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে। আরেকটি ম্যাচ খেলেছেন বোর্দোর বিপক্ষে লিগ ওয়ানে।

কিন্তু গোল যেন সোনার হরিণ হয়ে যায় গোলমেশিন এমবাপ্পের কাছে! অবশেষে অপেক্ষার অবসান হয়েছে কাল লিগ ওয়ানে মঁপেলিয়ের বিপক্ষে ম্যাচে। দলের ৩-১ গোলের জয়ে শেষ গোলটি করে মাইলফলকে পৌঁছেছেন এমবাপ্পে। পুরো ম্যাচে এই একবারই গোলে শট নিয়েছিলেন ফরাসি স্ট্রাইকার। সেই একটি শট থেকে যোগ করা সময়ে পেয়ে গেছেন পিএসজির জার্সি গায়ে কাঙ্ক্ষিত শততম গোলটি। শততম গোলের পর এমবাপ্পের প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম, 'আমি আমার পরিসংখ্যান জানি। এটা ঠিক যে কয়েক ম্যাচ ধরেই আমি শততম গোলটি করতে চেয়েছি। (আমার পক্ষে একটি গোল করা) কঠিন কিছু ছিল না বা (এই তিন ম্যাচ) আমার জন্য কঠিন যায়নি। তবে এই গোল পাওয়ার পর নিজেকে মুক্ত লাগছে।'পিএসজির ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ডমিনিক রচেতুর সঙ্গে যৌথভাবে চতুর্থ স্থানে আছেন এমবাপ্পে। তাঁর চেয়ে বেশি গোল করেছেন পলেতা (১০৯), জাতান ইব্রাহিমোভিচ (১৫৬) ও এদিনসন কাভানি (২০০)। বড় বড় এই খেলোয়াড়ের সঙ্গে এ তালিকায় এত ওপরের দিকে থাকতে পেরে খুশি এমবাপ্পে, 'আমি যখন এখানে আসি, ভাবতেই পারিনি এত দ্রুত ১০০ গোল করতে পারব। এটা আমার অনেক দিনের লক্ষ্য ছিল।' তবে এমন একটি মাইলফলকের কৃতিত্ব একা নেননি এমবাপ্পে। সবার মধ্যে কৃতিত্বটা ভাগ করে দিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার, 'আমার সব সতীর্থ আর ক্লাবের সবাইকে ধন্যবাদ যে তারা আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।'

রজার ফেদেরার ও রাফায়েল নাদালটেনিসের দুই কিংবদন্তি

বিতর্কটা কখনো শেষ হওয়ার নয়। তবু বিতর্ক ওঠে, সামনেও উঠবে, সম্ভবত এভাবেই চলবে। খেলাধুলার এই এক মজা। কে সেরাএই প্রশ্নে বিতর্ক চিরকালীন। রজার ফেদেরার না রাফায়েল নাদাল? জবাব পৃথিবী দুই ভাগে ভাগ হওয়াই স্বাভাবিক। বরিস বেকার দাঁড়ালেন ঠিক তার মাঝে। ছয়বারের গ্র্যান্ডস্লামজয়ী এই জার্মান নিরপেক্ষভাবে চেষ্টা করলেন বাছাইয়েরকে সর্বকালের সেরা। তবু করা গেল কি! বরং বরিসের মতামত নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। তবে টেনিস-মুদ্রার এই দুই এপিঠ-ওপিঠ কিন্তু একটি জায়গায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সেটি গ্র্যান্ডস্লাম জয়ের সংখ্যায়সমান ২০টি করে গ্র্যান্ডস্লাম জিতেছেন এই দুই কিংবদন্তি। কিছুদিন আগে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে ফেদেরারকে ছুঁয়ে ফেলেন নাদাল। তাঁদের খেলার কৌশল ব্যবচ্ছেদ করে সেরাকে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন বরিস বেকার। ডেইলি মেইলে নিজের কলামে ফোরহ্যান্ড, ব্যাকহ্যান্ড, ভলি, সার্ভ...খেলার কৌশলগত প্রতিটি দিকে ফেদেরার-নাদালকে ১০-এর মধ্যে নম্বর দিয়েছেন বেকার।

ফোরহ্যান্ড (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (৯): ওর এই শট আশির দশকের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। পশ্চিমা গ্রিপ (র‍্যাকেট ধরা) ছাড়াই বল বেশি না তুলে টানা মারতে পারে। কোর্টের যে কোনো জায়গা থেকে এটি বিধ্বংসী শট। তবে রাফা এই শটে যে দানবীয় ক্ষমতা ধারণ করে তেমন নয়।নাদাল (১০): অনন্য শট। র‍্যাকেটের মাথা দিয়ে মারতে পারে, ফলো-থ্রু আছে। এতে শটে যেমন শক্তি থাকে তেমনি বাঁক। বলটা পড়ার পর ওঠেও তুলনামুলক বেশি। প্রতিপক্ষের ব্যাকহ্যান্ড শটের জবাব হিসেবে এর জুড়ি নেই।

ব্যাকহ্যান্ড (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (৮): টেনিসের ওল্ড-স্কুল শট। কৌশলটা পুরোনো হলেও ধ্রুপদী। আর ফেদেরার এই শটের ভীষণ বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেবক। দ্রুতলয়ের কোর্টে এই শটে সে খুব ভালো। ব্যাকহ্যান্ডে ও যেভাবে বল বাঁক খাওয়ায় সেটা ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ভালো।

রেকর্ড ১৩তম ফ্রেঞ্চ ওপেন হাতে নাদাল।

নাদাল (৮): বেশি না, ১০ বছর আগেও এই শটে ওর দুর্বলতা ছিল। বৈচিত্র ছিল কম। কিন্তু এ সময়ের মাঝে সে অবিশ্বাস্য উন্নতি করেছে। দুই হাতই সমানতালে ব্যবহার করতে পারায় এই শট নিতে রাফা একটু সুবিধা পায়। রোববারের (ফ্রেঞ্চ ওপেন) ফাইনাল জয়ে ওর এই শটের ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

ভলি (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (১০): ওর হাত ও চোখের সমন্বয় দুর্দান্ত। বলটা আগেই দেখায় ভলিটা কোথায় ফেলবে, কোথায় মারবেতা খুব ভালোভাবেই করতে পারে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই ও নেটের সামনে এসে খেলতে পারে, তাই এই শটে ও অনন্যসাধারণ দক্ষ।

নাদাল (৯): রাফারও হাত ও চোখের সমন্বয় ভালো। কেন জানি মনে হয়, এই শটে ওকে কোনো কারণ ছাড়াই একটু পিছিয়ে রাখা হয়। বেসলাইন ওর রাজত্বের জায়গা হলেও নেটের সামনে সে যেভাবে খেলে, তা অন্য যে কোনো খেলোয়াড় পেতে চাইবে।

সার্ভ (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (৯): অবিশ্বাস্যরকম নিখুঁত। কোথায় ফেলবে তা জানে। প্রতিপক্ষের জন্য বুঝে ওঠা কঠিন। ওর দ্বিতীয় সার্ভও ধ্রুপদী, ভীষণ মসৃণ। দেখে মনে হয় কোনোরকম শক্তিপ্রয়োগ ছাড়াই করতে পারে।

নাদাল (৮): গত ১০ বছরে রাফার উন্নতির আরেকটি জায়গা, এ সময়ের মাঝে এখানে সে দারুণ উন্নতি করেছে। আগে ওর এখানে দুর্বলতা ছিল। সার্ভ আরও শক্তিশালি, দ্রুতগামী করার কৌশলটা সে আয়ত্ত করেছে।

নড়াচড়া (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (৯): পরিষ্কার বোঝা যায়, ১০ বছর আগের তুলনায় এখন ততটা পারে না। তবুও ওর এই বয়সে এটাই অবিশ্বাস্য। দেখে মনে হয় নাচছে। ছোট ছোট দ্রুতলয়ে পা ফেলে সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়।

নাদাল (১০): ওর মতো পেশিবহুল শরীর নিয়ে এমন নড়াচড়াটা অবিশ্বাস্য। রোববারের ফাইনালেই তা দেখা গেছে। সে যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে বলের পেছন থেকে খেলেছে তা দেখে অবিশ্বাস্য লাগলেও বাস্তব।

অলরাউন্ডার (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (১০): কাদামাটির কোর্টে ওর দুর্বলতা নিয়ে কথা হতে পারে। কিন্তু ঘাসের কোর্টে সে অবশ্যই এগিয়ে। নানারকম কোর্টে যে মোট ২০টি গ্র্যান্ডস্লাম জিতেছে তাকে কীভাবে ১০ নম্বর দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন?

নাদাল (১০): হ্যাঁ, বেশিরভাগ গ্র্যান্ডস্লামই সে জিতেছে কাদামাটির কোর্টে। কিন্তু উইম্বলডন সে দুবার জিতেছে। আর ৯ বছরের মধ্যে ইউএস ওপেন জিতেছে চারবার। আছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শিরোপাও। ১০ নম্বর ওর প্রাপ্যই।

খুনে মানসিকতা (১০ নম্বর)

ফেদেরার (১০): ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে থাকতে যেমন ছিল এখন হয়তো তেমনটা দেখা যায় না। তাই বলে ফেদেরারের হাবভাব দেখে বোকা বনে যাবেন না! সে একজন নির্মম প্রতিযোগি। কাজটা করার সময় রাফার চেয়ে তার মুখে হাসিটা একটু বেশি লেগে থাকেএই যা!

নাদাল (১০): খোলা বইয়ের পাতার চেয়েও বেশি। ইস্পাতদৃঢ় সংকল্প ফুটে ওঠে ওর চোখেমুখে। অনেক অনেক সময় ধরে মনোযোগটা ধরে রাখতে পারে।

স্থায়ীত্ব (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (১০): চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও সেরাদের মধ্যে থাকা কাউকে নিয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন চলে না। আমি এখনো বিশ্বাস করি, আরও গ্র্যান্ডস্লাম জিততে পারবে বলেই সে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে উইম্বলডনতা না হলে সে খেলা চালিয়ে যেত না।

নাদাল (৯): দেখে অবিশ্বাস্য লাগে, এই বয়সেও সে খেলার ধারটা ধরে রাখছে। এখন থেকে তাঁর ৩৯ বছর বয়সের মধ্যে কী ঘটবে তা আমরা জানি না। কিন্তু সে একজন অবিশ্বাস্য পেশাদার, নিজের জীবনযাপনের ধরন এবং চোট থেকে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতার কারণে আরও বেশ কিছুদিন খেলতে পারবে বলে মনে করি।

জনপ্রিয়তা (পূর্ণমান ১০)

ফেদেরার (১০): খেলাধুলার একজন কিংবদন্তি, দূত। সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিও। মাইকেল জর্ডান কিংবা মোহাম্মদ আলীর পাশে রাখতে পারেন। হয়তো রাফার চেয়েও লোকে ওকে বেশি পছন্দ করে। এটা কিন্তু জনপ্রিয়তার অবিশ্বাস্য মানদন্ড।নাদাল (১০): রাফার ১৪ বছর বয়সে ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। সত্যি বলতে সে এতটুকুও পাল্টায়নি। লোকে ওকে ভালোবাসে সরলতা, বিনয় এবং যেভাবে অন্যকে সম্মান দেখায় সেসবের জন্য। অবিশ্বাস্যরকম প্রশংসা করে সবাই ওর।

GOVERNMENT OF TRIPURA JOINT RECRUITMENT
BOARD OF TRIPURA (JRBT) DIRECTORATE OF EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING, OFFICE LANE, AGARTALA, PHONE: 0381-2324327
Website: https://employment.tripura.gov.in Email: dir-employment-trriimic.in

No. 10.(28)/DESMP/ESTT/2020/4482 Dated the Agartala 6th December, 2020

ADVERTISEMENT NO: 03/2020

Online applications are invited in the prescribed format will be available in the Recruitment Link in the official Website of the Directorate of Employment Services & Manpower Planning (DESMP), Tripura (https://employment.tripura.gov.in) with effect from 28/12/2020 to 11/02/2021 from Indian Nationals for filling-up of the vacant posts of Agri. Assistant, Junior Operator (Pump) and Junior Multi Tasking Operator (un-common), Non-Gazetted equivalent to Lower Division Clerk, Group-C on fixed-pay basis in various departments of Government of Tripura. The vacancy details are as under:

VACANCY DETAILS

Name of the Post	1) Agri. Assistant, 2) Junior Operator(Pump) and 3) Junior Multi Tasking Operator (un-common), Non-Gazetted equivalent to Lower Division Clerk, Group-C	
Number of vacancies	500 Agri. Assistants, 236 Junior Operator (Pump) and 209 Junior Multi Tasking Operator (un-common), Group-C, Non-Gazetted Total=945. The State Government Policy on reservation shall be followed.	
Pay Structure	Pre-revised Scale of Pay.	Corresponding revised Scale of Pay.
	PB-2, Pay Band Scale Rs.5700- 24000 / - Grade- Pay-Rs.2200/-(for Agri. Assistant)	Cell-1 of Level-7 of Tripura State Pay Matrix, 2018 {Tripura State Civil Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 2018}
	PB-2, Pay Band Scale Rs.5700- 24000 / - Grade- Pay-Rs.2100/- {for i) Junior Operator (Pump) and ii) Junior Multi Tasking Operator (un-common)}	Cell-1 of Level-6 of Tripura State Pay Matrix, 2018 {Tripura State Civil Services (Revised Pay) First Amendment Rules, 2018}
	Subject to revision by the Government from time to time.	
Age	a) Age limit for direct recruitment is 18 to *41 years as on 31st December 2020; Upper age limit is relaxable by 5 years in case of ST/SC/PwDs/ Government servant candidates. *Due to pandemic caused by COVID-19, an additional age relaxation of 1 year is allowed to all categories of candidates (Unreserved/reserved candidates and Government servants) as per State Government Memorandum vide No. F.20 (1)/-GA(P&T)/18 dated 15th July 2020. b) Candidates from among the discharged 10,323 ad-hoc teachers can apply regardless of their age as per State Government Memorandum vide No.F.20(3)-GA(P&T)/2020 dated 05th November 2020.	

Intending candidates are instructed to go through the notification (will be uploaded) in the official website (https://employment.tripura.gov.in) of Directorate of Employment Services & Manpower Planning (DESMP), Tripura, for knowing the eligibility criteria, fee details, procedure for online submission of Application and other terms & conditions. Changes to this notification, if any, shall be notified separately by JRBT and will also be uploaded in the official website.

ICA/D-1019/2020-21

(Shyamal Bhattacharya, Joint Director)
Member Secretary, JRBT

ভারতের নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৬, ০১১

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): শীতকালে প্রত্যাশা মতোই দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৬ হাজার ০১১। নিহত ৪৮২ বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে রবিবার জানানো হয়েছে। ভারতে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ২২২। এরমধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ০৩ হাজার ২৪৮। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৯১ লক্ষ ৭৯২। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ১৮২। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্তাদের কাছে স্বস্তির খবর এই যে বিগত ২৮ দিন ধরে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজারের নিচে রয়েছে। শেষবার ৭ নভেম্বর দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩ হাজার ৯৩১। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮৪। রাজ্যের সব মিলিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়েছে ৪৭ হাজার ৬৯৪। অন্যদিকে দিল্লিতে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৬ হাজার ৬৭৮। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৯২। শনিবার সকাল পর্যন্ত দিল্লিতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৯৫৭৪। উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত আট দিন ধরে ভারতের নতুন করে আক্রান্ত তুলনায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেশি। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪.১০ লক্ষের নিচে রয়েছে। বিগত ১৩৬ দিনের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৭৫।

আম্বেদকরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক তথা শিক্ষাবিদ ড় বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের ৬৪ তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে কেরলের ওয়ানাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী। রবিবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, দেশ গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে যাওয়ার জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ড় আম্বেদকরকে। সমস্ত ধরনের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে অগ্রসর হলে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হবে।

প্রসঙ্গত এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় মধ্য দিয়ে সংবিধানের প্রণেতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবীদ, রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশকে ক্রমাগত সেবা করে গিয়েছিলেন ভীমরাও আম্বেদকর। দলিতদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন গোটা দেশজুড়ে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতিকার আম্বেদকর নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়। (স

রবিবার আগরতলায় ডা. বি আর আম্বেদকরের প্রয়ান দিবসে মাল্যদান করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি-নিজস্ব।

পাথারকান্দি কংগ্রেসের বহু নেতা ড্রাগস কারবারে জড়িত, কেন্দ্রীয় নেতা জীতেন্দ্রকে লিখিত অভিযোগ দলের ব্লক ওবিসি সেলের

পাথারকান্দি (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : সাম্প্রতিককালে পাথারকান্দি কংগ্রেসের সিংহভাগ নেতা ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে দলের সর্বভারতীয় নেতার কাছে লিখিতভাবে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন দলীয় নেতারা। গতকাল নিখিল ভারত কংগ্রেসের কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা দলের নবনিযুক্ত অসম প্রদেশ পর্যবেক্ষক জীতেন্দ্র সিং বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলায় সাংগঠনিক সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। কেন্দ্রী কয় নেতাকে কাছে পেয়ে সভা শেষে পাথারকান্দি ব্লক কংগ্রেস কমিটির ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান আমির উদ্দিন, মজির উদ্দিন এবং লোয়াইরপোয়া ব্লক কংগ্রেসের ওবিসি সেলের চেয়ারম্যান এই অভিযোগ সংবলিত পৃথক পৃথক স্মারকপত্র তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।

প্রদত্ত স্মারকপত্রে তাঁরা লিখেছেন, পাথারকান্দি কংগ্রেসের সিংহভাগ নেতা বর্তমান সময়ে ড্রাগস কারবারের সাথে জড়িত। এতে পাথারকান্দির সার্বিক বাতাবরণ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের অবৈধ কারবারে পরোক্ষ মদত দিচ্ছেন করিমগঞ্জ জেলা মাইনোরিটি সেলের চেয়ারম্যান কবীর আহমেদ সহ আরও কয়েকজন। স্মারকপত্রে তাঁরা আরও লিখেছেন, তাঁদের নামে পাথারকান্দি থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলাও রয়েছে। এর পরও এ ধরনের অভিযুক্ত দলীয় নেতাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে না বলে আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন ওবিসি সেলের নেতারা।

আমির উদ্দিন, মজির উদ্দিনরা স্মারকপত্রে লিখেছেন, সম্প্রতি পাথারকান্দি পুলিশের হাতে যে কয়জন ড্রাগস মাফিয়া গ্রেফতার হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না-কোনও কংগ্রেস নেতার আত্মীয়-স্বজন। তাই এ ধরনের কাণ্ডকারখানায় মানুষ এখন কংগ্রেসেব ভিড়তে চাইছেন না। আর এ-সবের সুযোগ নিয়ে ফায়দা নিচ্ছে বিজেপি। অতএব, গোটা বিষয় খতিয়ে দেখে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইতিবাচক ব্যগবস্থা নিতে স্মারকপত্র প্রদানকারীরা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, রকিবুল হুসেন পঙ্কজ বরবরা প্রমুখকে দেওয়া হয়েছে।

উত্তর করিমগঞ্জের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বঞ্চনা করছেন বিধায়ক কমলাক্ষ, অভিযোগ সেলিমের

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিশাল সংখ্যক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জনগণের সঙ্গে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ চরম বঞ্চনা করে চলছেন। এই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন এক সময়ের বিধায়ক কমলাক্ষ ঘনিষ্ঠ আইনজীবী সেলিম আহমেদ।

এক বিবৃতির মাধ্যমে অল আসাম ফিশারম্যান ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তথা আইনজীবী সেলিম আহমেদ দীর্ঘ বঞ্চনার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, শনিবার জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত দলীয় কর্মীসভায় উত্তর করিমগঞ্জের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি। দলীয় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সহ জেলা কংগ্রেসের এমন বিদ্বেষমূলক মনোভাবের জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ফিশারম্যান ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিঙের উপস্থিতিতে দলীয় কর্মীসভায় উত্তর করিমগঞ্জ সহ সমগ্র জেলার মৎসজীবী সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিনিধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই অভিযোগ এনে কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের বিরুদ্ধে একধিক তোপ দাগেন আইনজীবী সেলিম আহমেদ।

বিবৃতিতে সেলিম বলেন, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে উত্তর করিমগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ভোটাররা কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। শনিবার জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত দলীয় কর্মীসভায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস সমিটির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিঙের সামনে জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জনগণকে গুরুত্ব না দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এককালে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ সেলিম আহমদ বলেন, বিগত দশ বছর ধরে উত্তর করিমগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকাকে কৌশলে বঞ্চিত করে রেখেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ। শুধু মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কোনও মুসলমান নেতাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার আগেই ডানা ছেঁটে দেন বিধায়ক পুরকায়স্থ।

উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের চালিয়াদি, শঙ্করপুর, সনোডরি, গোলাঘাট, বাজারঘাট, আকবরপুর, পানিঘাট সহ বেশ কয়টি ফিশারম্যান অধ্যুষিত গ্রামের তথ্য তুলে ধরে অল আসাম মুসলিম ফিশারম্যান ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ বলেন, এই সব এলাকায় নেই কোনও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত কেন্দ্রের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল। এমন-কি সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ এই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের অভাবে ভুগছেন। নেই কোনও সরকারি চাকরির ব্যবস্থা।

সেলিম আহমদ বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করেন, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ একমাত্র ভোটের স্বার্থেই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জনগণের সাথে মেকি দরদি দেখান। বাস্তবে এই পিছপড়া সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিগত দশ বছরে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেননি বিধায়ক। অথচ দুবারের বিধায়ক নির্বাচনে উত্তর করিমগঞ্জের ফিশারম্যান সম্প্রদায়ের প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটার বিধায়ক কমলাক্ষকে উজাড় করে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু গত দশ বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে শুধু ছলনা আর বঞ্চনা করে চলছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে যাবতীয় ছলনা ও বঞ্চনার উপযুক্ত জবাব দিতে উত্তর করিমগঞ্জের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ভোটাররা মুখিয়ে রয়েছেন বলে বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছেন অল আসাম ফিশারম্যান ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তথা আইনজীবী সেলিম আহমদ।

দিলীপ ঘোষ বাংলায় রাজনীতি করার আগে নিজের ভাষা সংযত করুন :অনুব্রত মণ্ডল

বোলপুর, ৬ ডিসেম্বর(হি.স.): 'দিলীপ ঘোষের মা বা তার পরিবারকে কেউ যদি হারামি বলে তাহলে আপনার কেমন লাগবে।' মমতা ব্যানার্জি বিরুদ্ধে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার বোলপুরের তৃণমূলের বুথভিত্তিক কর্মীসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ' দিলীপ ঘোষ বাংলায় রাজনীতি করার আগে নিজের ভাষা সংযত করুন ।গতকাল কোন এক সভায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে হারামি বলে আখ্যা দিয়েছেন ।যদি দিলীপ ঘোষের মা বা পরিবারের কাউকে কেউ যদি হারামি বলে তাহলে ওনার কেমন লাগবে। বাংলার মানুষ সব দেখছে। সবকিছুর হিসাব হবে।'

বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের ভাষা সংযত করে রাজনীতি করা উচিত বলে পরামর্শ দেন অনুব্রত। তিনি আরও বলেন,' দিলীপ ঘোষ আগে ভাষা ঠিক করুক তার পরে বাংলায় রাজনীতি করবে। যে কুরুচিকর ভাষা বলেছে তাতে বাংলার মা বোনে রা মেনে নেবে না। মমতা ব্যানার্জি কে কটু ভাষা বলেছে তা যদি দিলীপ ঘোষের পরিবার কে বলে তা মেনে নেবে। ভাষা সংযত করুক তা পরে রাজনীতি করবে।'

দুয়ারে সরকার কর্মসূচির পাল্টা বিজেপির আর নয় অন্যায় কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা কোন কথা হলো। কোন কিছু দেবেনা, চাকরি দেবে না, ১৫ লক্ষ টাকা দেবে না, খাদ্য দিল না, স্বাস্থ্যসাথী দিল না অন্যায় বললে হয়ে যাবে। মানুষ বোকা নয়।'

দিল্লিতে কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষক বিক্ষোভ সম্পর্কে বলেন, সারাদেশে কৃষককে খেপে গিয়েছে। আমাদেরও কৃষক রয়েছে। আন্দোলন শুরু হবে।

শুভেন্দু অধিকারী মত রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে কোলকাতার রাস্তায় পোস্টার পরেছে ।তা হলে কি শুভেন্দু পথেই রাজীব? এই প্রসঙ্গে অনুব্রত বলেন, 'দল টা তো ছাড়ে নি। ছাড়লে জবাব দিয়ে দেব ।আর সমস্ত বিষয় টা দলের উপর মহল দেখছে তো। '

আম্বেদকরের দেখানো সংবিধানসম্মত পথে চলতে দেশবাসীকে আহ্বান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড় ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

রবিবার দুপুরে নিজের টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, সংবিধানের প্রমুখ স্থপতিকার। দেশের আইন ব্যবস্থা সহ সার্বিক উন্নয়নের দিশা প্রদানকারী, সাম্য ও ন্যায়ের দ্বারা নির্মিত সমাজের পক্ষে সারা জীবন সংগ্রাম করে যাওয়া মহান রাষ্ট্র নির্মাতা বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই। নিজের ওপর টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, তাঁর দেখানো সংবিধানসম্মত পথে চলে আর্থিক, সামাজিক ন্যায়, সাম্য তথা সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শকে স্থাপনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবীদ, রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশকে ক্রমাগত সেবা করে গিয়েছিলেন ভীম রাও আম্বেদকর। দলিতদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন গোটা দেশজুড়ে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতিকার আম্বেদকর নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বিটিসি নির্বাচন : আজ প্রথম দফা ভোট, ২১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী ১২৪ জন

কোকরাঝাড় (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২০২১ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে অসম বিধানসভা নির্বাচন। এর আগে রাজ্য রাজনীতির সেমিফাইনাল হিসেবে বিবেচিত গোটা অসম বাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ৪০ আসনের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) তথা বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) দখলে বিপিএফ, বিজেপি, ইউপিপিএল, কংগ্রেস-জোটের মহাসংগ্রামের ফলাফলে। টানা ১৫ বছরের ক্ষমতাসীন হাগ্রামা মহিলারি নেতৃত্বাধীন বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর হাত থেকে পরিষদ ছিনিয়ে নিতে এবার বিরোধী ইউপিপিএল-এর সঙ্গে রাজ্যের শাসকদল বিজিপি নেমেছে ভোটের লড়াইয়ে। এদিকে বড়োল্যান্ডের রাজনীতিতে গণ সুরক্ষা পার্টি এবং কংগ্রেস-এইআইইউডিএফ জোটও সীমিত শক্তি প্রদর্শন করে পরিষদ দখলে মরিয়া।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামীকাল ৭ ডিসেম্বর প্রথম দফায় অনুষ্ঠিত হবে চার জেলাকে নিয়ে গঠিত বিটিআর-এর নির্বাচন। সে অনুযায়ী প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হবে সকাল ৭:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত। আগামীকাল ভোটগ্রহণ হবে দুই জেলা বাকসা এবং ওদালগুড়ির ২১টি পরিষদীয় আসনে। এদিন মোট ১২৪ জনের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ১৩,৬২,১৫০ জন ভোটার-জনতা। দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী ১০ ডিসেম্বর। কোকরাঝাড় জেলার ১২টি এবং চিরাং জেলার সাতটি আসনে। ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা হবে ১২ ডিসেম্বর।

প্রথম দফায় মোট ২১ আসনের ভোটে বিজেপি বাকসা জেলায় আট এবং ওদালগুড়ি জেলায় ১০ সহ ১৮ জন প্রার্থী দিয়েছে। বাকসায় ইউপিপিএল-এর ১১ এবং ওদালগুড়িতে ১০ জন প্রার্থী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে বিপিএফ এবং গণ সুরক্ষা পার্টি বাকসায় ১০ জনের পাশাপাশি ওদালগুড়িতে সমসংখ্যক প্রার্থী দিয়েছে দুই দল। রাজ্য রাজনীতিতে বহুচর্চিত মহাজোটের বার্তা বহনকারী কংগ্রেস ওদালগুড়িতে চার এবং এআইইউডিএফ তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

বাকসা জেলার ১১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৬৪ জন। ওদালগুড়ির ১০টি আসনে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন ৬০ জন। জেলা নির্বাচন দফতর সূত্রের তথ্য, বাকসা জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৭,৩৯,৭৪২ এবং ওদালগুড়ি জেলায় এই সংখ্যা ৬,২২,৪০৮। সর্বমোট ১৩,৬২,১৫০ ভোটার ১২৪ জনের ভাগ্য নির্ণয় করবেন।

মানকাচরে বিপুল পরিমাণের নেশার ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার এক

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণের নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে এক মাদক পাচারকারীকে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মানকাচর থানা এলাকার জোড়ডাঙা গ্রামে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। অভিযানে গ্রামের বাসিন্দা জনৈক আখিদুল ইসলাম নামের ব্যক্তিকে আটক করে তার হেফাজত থেকে নেশার ১২০০-ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে মানকাচর থানার অভিযানকারী পুলিশের দল। ধৃতকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর ধারা বলে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই বিকেলের দিকে ধৃতকে হাটশিঙিমারি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তাকে ধুবড়ি জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে।

ভারত বনধকে পূর্ণ সমর্থন 'আমরা বাঙালী'র

শিলচর (অসম), ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ৮ ডিসেম্বরের প্রস্তাবিত ভারত বনধকর্মসূচিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে 'আমরা বাঙালী'। দলের অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ জানিয়েছেন, ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সংখ্যাতত্ত্বকে সামনে রেখে রাজশক্তিকে ব্যবহার করে একের পর এক জনবিরোধী আইন তৈরি করে ভারতের ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম কৃষি বিল ও অত্যাবশ্যক বিল।

তিনি বলেন, এই বিল কৃষক ও সাধারণ নাগরিকদের পরিপন্থী। এই বিল প্রচলিত হওয়ায় বাজারে সব ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালে বাইরে চলে গেছে। সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। বিলটি কৃষকদের হাতে কৃষি জমির অধিকার থাকলেও শস্য ক্রয় বা বিক্রয়ের কোনও নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতে থাকবে না। সেই অধিকারটি তুলে দেওয়া হয়েছে বহুজাতিক সংস্থার হাতে। মহান দার্শনিক প্রভাতরঞ্জন সরকারের সামাজিক অর্থনৈতিক দর্শন প্রাউটে বলেছেন, কৃষকদের বাঁচাতে হলে কৃষিকে কেন্দ্র করে কৃষি সহায়ক শিল্প ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা সম্ভব।

সাধন বলেন, কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থে জনবিরোধী কৃষি আইন বাতিল করতে আগামী ৮ ডিসেম্বর সারা ভারতের কৃষকদের আহূত ভারত বনধ-কে আমরা বাঙালী পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

আম্বেদকরের আদর্শ আজও অনুপ্রাণিত করে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের ৬৪তম মৃত্যুবার্ষিকী বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবাসরীয় সকালে নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, মহাপারিনির্বাণ দিবসে মহান ড় ভীমরাও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁর ভাবনা এবং আদর্শ আজও অনুপ্রাণিত করে চলেছে। দেশের জন্য যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা পূরণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ আমরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবীদ, রাজনীতিবিদ হিসেবে দেশকে ক্রমাগত সেবা করে গিয়েছিলেন ভীমরাও আম্বেদকর। দলিতদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন গোটা দেশজুড়ে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতিকার আম্বেদকর নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

কৃষকদের ভারত বনধকে সমর্থন তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির

হায়দরাবাদ, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার দেশজুড়ে বনধের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির। এই বনধকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)। তেলেঙ্গানায় বনধ সফল করার জন্য ইতিমধ্যেই দলীয় নেতাকর্মীদের বিবৃতি জারি করে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিআরএস সুপ্রিমো কে চন্দ্রশেখর রাও। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন যতক্ষণ না নতুন তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষকদের আন্দোলন অব্যাহত রাখা উচিত। সংসদে এই আইন সংক্রান্ত বিল যখন পেশ করা হয় তখন টিআরএসের তরফ থেকে বিরোধিতা করা হয়েছিল। ৮ ডিসেম্বর রাজ্যে বনধ সফল করার লক্ষ্যে দলের নেতাকর্মীদের পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ করা যেতে পারে টিআরএসের আগে কৃষকদের ডাকা ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছিলেন আরজেডি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলি।

রবিবার আগরতলায় গৃহরক্ষী দিবস পালিত হয়। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।